ছুটির ফাঁদে

নাটক—অসিত ঘোষ

প্রথম রজনী ১লা মে, ১৯৭২. "মুক্তাঙ্গন" মঞ্চে
শৌভনিক প্রযোজিত ছুটির ফাঁদের চরিত্রলিপি

কাহিনী—সমরেশ বসু

নাট্যরূপ—অসিত ঘোষ

মঞ্চ—অমিয় বসু (পিণ্টু)

আলো—স্বরূপ মুখোপাধ্যায়

রূপসজ্জা—মহম্মদ হেসিব

ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ—বি. পি. এফ.

আবহ সঙ্গীত—ভাস্কর মিত্র

নেপথ্য সহযোগীতায়—নির্মল কংসবণিক

নির্দ্দেশনায়—অশোক মিত্র

জয়তী — বুলবুল চৌধুরী
বাণী ভার্মা
শিপ্রা চক্রবর্ত্তী

গীতিন — বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

বেয়ারা — কাশীনাথ হালদার
প্রদীপ ভট্টাচার্য্য

মিঃ গুপ্তা — সুকুমার ঘোষ

অসিত ঘোষ

চিত্ত — পান্নালাল মৈত্র

বীরেশ্বর মিত্র

রানা — অমল মুখোপাধ্যায়

শিবু মজুমদার

বিজেশ — সুধাংশু মণ্ডল

বিমলেন্দু মজুমদার

পিকভোট — অশোক মিত্র

কৃষ্ণ কুণ্ডু

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

[অত্যাধুনিক মঞ্চোপকরণের সাহায্যে একটি বাংলোর অবয়ব ফুটিয়ে তুলতে হবে। মধ্যেকার দুটি ঘরেই দৃশ্যগুলি বর্তমান। ঘটনার স্থানান্তর বা দৃশ্যান্তর আলোকের রঙীন রশ্মির সাহায্যে করা দরকার। তবে দুটি ঘরেই দুটি গ্রীলের জানলা ব্যবহার করতেই হবে, কারণ জানলা দুটি নাটকের ঘটনার জন্যে প্রয়োজন এবং দুটি ঘরের মাঝে একটা পর্দা থাকা প্রয়োজন।

পর্দা সরে গেল, দেখা গেল একটা সোফা-কাম-বেডের ওপর একজন যুবক আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে। একটা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুলের বিনুনী বাঁধছেন একজন সুন্দরী যুবতী]

নীতিন ॥ টায়ার্ড—ড্যাম টায়ার্ড! আর কি অবস্থা দেখ, একটা হোটেল কিংবা একটা ডাক বাংলোও খালি নেই। সব প্যাকড্-আপ।

জয়তী ॥ সার্কিট হাউসের এ ঘরটা কিন্তু বেশ সুন্দর।

নীতিন ॥ পছন্দ হয়েছে?

জয়তী ॥ (হেসে) হ্যাঁ।

নীতিন ॥ (সোফা থেকে উঠে) তাহলে গাড়ি থেকে মালপত্র নিয়ে আসি। বেয়ারা—বেয়ারা…

[বেয়ারা প্রবেশ করে]

বেয়ারা ॥ জী সাব—

গীতিন ॥ চল, গাড়ি থেকে মালপত্রগুলো…

বেয়ারা ॥ কোই ফিকির মত কিজিয়ে। দুসরা বেয়ারা আপকা সামান পোঁছা দেগা। আপলোগ আরাম কিজিয়ে। সাব, দুপহরমে খানা কেয়া খায়েগা ?

গীতিন ॥ জয়তী…

জয়তী ॥ চিকেন কারি—রাইস

গীতিন ॥ ব্যস, ওহি…

বেয়ারা ॥ বহুত আচ্ছা…

জয়তী ॥ আভি চায় দেও।

বেয়ারা ॥ আভি লাতা মেমসাব—কুছ স্নাক্স ?

জয়তী ॥ নেহি—স্রিফ চায়। (বেয়ারা চলে যায়)

গীতিন ॥ (জয়তীর কাছে এগিয়ে গিয়ে) এই, এখন একটু আদর না করে থাকতে পারছি না।

জয়তী ॥ এই, না না—বেয়ারা আসছে।

গীতিন ॥ (দরজার কাছে ছুটে যায়) মিথ্যুক কোথাকার—

জয়তী ॥ মিথ্যুক আবার কী ? বেয়ারা এল বলে—

গীতিন ॥ এরকম একটা জায়গায় তুললাম—এর জন্য একটা কৃতজ্ঞতা নেই তোমার ? সামান্য পাওনাটাও মেটাতে পারনা ?

জয়তী ॥ তার জন্য সময় পালিয়ে যায় নি। তাছাড়া এখানকার আয়ু তো কাল সকাল পর্যন্ত। তারপরেই আবার ঘর খুঁজতে বেরোতে হবে।

[বেয়ারা মালপত্র রেখে বেরিয়ে যায়]

গীতিন ॥ আচ্ছা, কী ব্যাপার বলতো ? সব কি একসঙ্গে বেড়াতে

বেরিয়েছে নাকি! এই জন্মেই আমি বাঙ্গালীদের ছ'চক্ষে দেখতে পারি না। পূজোর মরশুম পড়তে না পড়তেই সব বেরিয়ে পড়েছে। সব দখল করে বসে আছে। কেনরে বাপু, অন্য সময় বেরোনো যায় না?

জয়তী॥ সেই তো। তোমার মতো একটু সিন্ধি বা পাঞ্জাবী যে হবে তা পারে না।

গীতিন॥ (অবাক হয়ে) তার মানে! আমি আবার সিন্ধি বা পাঞ্জাবী হলাম কবে থেকে?

জয়তী॥ না হওনি। তোমার মনটাতো সেই রকমই। তবে কি না তুমিও বাঙ্গালীদের মতই এই পূজোর মরশুমে বেরিয়ে পড়েছো এই যা।

গীতিন॥ টপ্ দিয়েছো। এই জন্য তোমাকে...

জয়তী॥ এই, বেয়ারা কিন্তু এক্ষুণি এসে পড়বে।

গীতিন॥ জানো, আমরা যে হোটেলে গিয়েছিলাম সেখানে ডাবল বেডেড রুম উইথ্ ফুড পার-ডে পঁয়ষট্টি টাকা। বড় বড় বুকনি, ডাবল বেডরুম অ্যাটাচড্ বাথ। ঘরে ঢুকে দেখ পা নড়াবার চড়াবার জায়গা নেই। পাখির বাসার মতো ছোট আর নোংরা বাথরুম। আর এখানে এত বড় বড় ঘর, এত সুন্দর বাথরুম— নিরিবিলি, নির্জন, পার-ডে রুম-চার্জ মাত্র সাড়ে সাত টাকা, এক্সক্লুডিং ফুড।

জয়তী॥ এতো অনেক কম খরচা...

গীতিন॥ একেই বলে কাট ইওর কোট একরডিং টু ইওর ক্লথ। সত্যি বলছি জয়—ঐ হোটেলে থাকতে হলে তিন দিনের বেশি

থাকা যেত না। এখানে তার ডবল দিন থাকতেও ক্ষতি নেই। অথচ আরাম সমান। বল এবার তারিফ করবে কিনা ?

জয়তী ॥ নিশ্চয়ই।

গীতিন ॥ তাহলে এবার…(গীতিন জয়তীকে বুকে চেপে ধরে আরও ঘনিষ্ঠ হতে যায়। বেয়ারা দরজা ঠেলে প্রবেশ করে) হোপলেস ! (ছিটকে সোফায় গিয়ে বসে)

জয়তী ॥ (ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে গীতিনকে উদ্দেশ্য করে বলে) অসভ্য ! (বেয়ারা চমকে ওঠে)

গীতিন ॥ আচ্ছা কাল সকালে যে সাহেব আসবে সে কোত্থেকে আসছে ?

বেয়ারা ॥ বোম্বাই সে আরহা। মগর কলকাত্তা কা সাহাব। শুনা ক্যায়া বহুত ভারি সাহাব হ্যায়…

গীতিন ॥ গভর্ণমেণ্ট অফিসার ?

বেয়ারা ॥ নহি জী। কোই এক কোম্পানিকা বহুত বড়া সাহাব। মগর ইধার কা সরকারী অফসার লোক সব কোই উনকে সাথ ভেট করনে আয়েগা। খোদ এক মিনিস্টার দপ্তরসে টেলিফোন করকে উনকো লিয়ে রুম রিজার্ভ কিয়া।

গীতিন ॥ ওরে বাবা ! তাহলে তো বিরাট ব্যাপার ।নাম কেয়া হ্যায় ?

বেয়ারা ॥ ওতনা নহি জানতা সাব। আপ জাননে চাহেতো—রিজার্ভেসন বুক আপকো দেখানে সকতা। উসমে উনকো নাম, কোম্পানী বিলকুল লিখা হ্যায়।

গীতিন ॥ আচ্ছা। সে আমি পরে দেখে নেব।

বেয়ারা ॥ জী সাব। (বেয়ারা চলে যায়)

জয়ন্তী ॥ কী দরকার তোমার। যে সাহেবই হোক আমাদের জেনে কী হবে? আমরা তো এগারোটার আগেই ঘর ছেড়ে চলে যাব।

গীতিন ॥ দেখাই যাক না সাহেবটা কে? হয়তো দেখা গেল আমাদের অফিসের পিকভোট এসে উপস্থিত।

জয়ন্তী ॥ (চায়ের কাপ নিতে নিতে) হ্যাঁ। যেহেতু তুমি এখানে আছো, তোমার ডিরেক্টারও এখানে চলে আসবেন। তুমি কিন্তু ফলস্ পজিসনে পড়বে একদিন। ঐ পিকভোট বলার জন্যই।

গীতিন ॥ আমি কি একলা বলি? সবাই বলে।

জয়ন্তী ॥ একে একে সকলের শাস্তি হবে। পি কে ভট্টাচারিয়া একদিন না একদিন···

[বেয়ারা প্রবেশ করে খাতা হাতে]

বেয়ারা ॥ সাহাবকো কাল হাওয়াই জাহাজমে আনে কা বাত হ্যায়। উনকা নাম হ্যায় পি. কে. ভট্টাচারিয়া, কোম্পানিকা নাম হ্যায় মলটিপল কনষ্ট্রাকসন।

গীতিন ॥ (পাতা উল্টে) সর্বনাশ! যা বলেছি তাই। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। আমাদের পিকভোটই আসছে যে···

জয়ন্তী ॥ (খাতা দেখে) ওমা তাইতো!

বেয়ারা ॥ সাহাব আপলোগকো জান পহচান আদমী হ্যায়?

গীতিন ॥ (জয়ন্তীকে) কী হবে জয়ন্তী? এখানে এসে যদি আমাকে দেখতে পায় তাহলে আর দেখতে হবে না···একেবারে বিল্বপত্র শুকিয়ে দেবে।

জয়তী ॥ তখনই তোমাকে বললাম সাহেব যখন ছুটি দিতে চাইছেনা তখন বেড়ানো না হয় থাক।

গীতিন ॥ মিথ্যে বোলো না। ওটা আসলে তোমার রাগের কথা ছিল। তুমি বলনি, 'থাক বেড়াতে গিয়ে দরকার নেই। সারা জীবন পিকভোটের খিদমত্ই খেটে যাও'?

জয়তী ॥ সত্যি কথা। অফিসে এত ভাল সি, এ পাশ করা লোক থাকতেও তোমার হিসেবপত্র ছাড়া ওঁর পছন্দ হয় না তাই বা কেন হবে?

গীতিন ॥ পাবে পাবে। গীতিন ঘোষকে পিকভোট ওই জন্যই কদর আর খাতির করে, অনেকের থেকে বেশি মাইনে দেয় তার কারণও তাই। কিন্তু এখন কী হবে? মিথ্যে ছুতো করে অসুখের কথা বলে ছুটি নিয়ে পালিয়ে এলাম। এখন যদি মুখো-মুখি হয়—ওরে বাপরে, সে আমি ভাবতেই পারছিনা—

জয়তী ॥ সব থেকে বেস্ট হচ্ছে চল কেটে পড়ি?

বেয়ারা ॥ কাটনে কা ক্যায়া জরুরত সাব? ম্যায় সব সমঝ লিয়া। আনেবালে সাব আপকো অফসার হ্যায়। আপ বুখার বলকে ছুটি লিয়া। সাব জাননেসে বহুত গোলমাল হো যায়েগা…

গীতিন ॥ তুমি দেখছি বাংলা ভালই বোঝ।

বেয়ারা ॥ বুঝি সাব। দশসাল কলকাত্তামে ছিলাম। আভি শুনুন, আপ দোনো বেফিকির রহেন। কাল দুসরা ঘর আপনাকে দিব। আপকা সাব আপকা টিকি ভি দেখতে পাবে না। আপনার সাহাব যাবে একদিকসে আর আপনি ভাগবেন দুসরা

দিকসে। আর সে রকম হয় আপনাকে আমি খবর দিব। আপনার কোনো ডর নেই।

গীতিন ॥ কিগো জয়—কেমন বুঝছ ?

জয়তী ॥ আচ্ছা পিকভোট তোমার গাড়ি দেখলে চিনতে পারবে ?

গীতিন ॥ না, সম্ভাবনা নেই। পিকভোট কারুর গাড়ি চিনে রাখবার লোক নয়। সে নিজের গাড়ির নম্বরই জানে কিনা সন্দেহ।

জয়তী ॥ তাহলে এ যা বলছে ভেবে দেখা যেতে পারে। মুখোমুখি দেখা না হলেই হল। এরকম একটা জায়গা পাওয়া গেছে—কী আর হবে একটু না হয় লুকোচুরি করে বাইরে বেরোতে হবে।

বেয়ারা ॥ হাঁ হাঁ, ওহি তো বাত আছে। সাব তো দু' এক রোজ থাকবে। কাম কাজে ব্যস্ত থাকবে। উনকো উসব খেয়াল হবে না। ঔর ভি এক বাত আছে।

গীতিন ॥ কী সেটা ?

বেয়ারা ॥ আজ দপ্তর কিলার্কবাবু বাতাচ্ছিল—সাব না আনে ভি সকতা।

জয়তী ও গীতিন ॥ অ্যাঃ !

বেয়ারা ॥ হ্যাঁ সাব, কিলার্কবাবু বাতাচ্ছিল—বোম্বাইসে সাহাবের আসবার কোই ঠিক নেই। কাল সবেরে ন' দশকো অন্দর আপকো হামি পাকা খবর আনিয়ে দেবে—

গীতিন ॥ কী করে ?

বেয়ারা ॥ কেন—কোর্ট কি দপ্তর মে যাবে। কিলার্কবাবুসে খবর লিয়ে আপনাকে বাতলাবে। উধারসে জরুর খবর আয়েগা।

গীতিন ॥ জয় মা কালী—পিকভোটের যেন না আসা হয়। তোমার নামটা কী ভাই ?

বেয়ারা ॥ আহমদ— বসির আহমদ।

গীতিন ॥ তা হলে বসির ভাই তুমি বলছো……

বেয়ারা ॥ হাঁ হাঁ, আপ বেফিকির রহেন—কিছু ভাববেন না, হামি আছি। খাইয়ে পিইয়ে ঘুমিয়ে কোই ফিকির নেহী—আভী চা ঠাণ্ডা হো যাতা—পি লিজীয়ে।

[বসির খাতা নিয়ে চলে যায়।]

গীতিন ॥ (চা নিঃশেষ করে) জয়, একটু রিস্ক নিতেই হবে, কী বল ? পিকভোট যদি আসেই না হয় একটু সাবধানে থাকা যাবে—তাছাড়া এলেও নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত থাকবে। তা ছাড়া…

জয়তী ॥ তাছাড়া অবার কী ?

গীতিন ॥ উঃ চেহারাটা মনে হলে রক্ত হিম হয়ে যায়।

জয়তী ॥ খুব খারাপ বুঝি ?

গীতিন ॥ ইয়া মোটা দশাসই চেহারা। গলার স্বর বাঘের গর্জনের মত। তার উপর পেটে মাল পড়লে --

জয়তী ॥ মাল মানে ?

গীতিন ॥ মাল মানে মাল—মানে মদ।

জয়তী ॥ মদ খায় বুঝি ?

গীতিন ॥ চোখে দেখেছি নাকি ? শুনেছি। সব সময়ই নাকি টেনে থাকে।

জয়তী ॥ যখন কাছে পিঠে যাও গন্ধ পাওনি ?

গীতিন ॥ কোনদিনতো পাইনি।

জয়ন্তী ॥ কতটাকা মাইনে পায় বলছিলে সেদিন ?

গীতিন ॥ এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা– বছরে—

জয়ন্তী ॥ এক লক্ষ পাঁচ হাজার !

গীতিন ॥ হুঁ এক লক্ষ পাঁচ হাজার। এবার ভাব—বেথা করেনি, সংসার বলতে কিছু নেই।

জয়ন্তী ॥ হ্যাঁগো অত টাকা দিয়ে কী করে তাহলে ?

গীতিন ॥ (সিগারেট ধরিয়ে) কী আর করবে—ইন্‌কাম ট্যাক্স দেয়, ব্যাঙ্কে জমে—আর মাল টানে··খরচ বলতে যা মালের খরচা। গাড়ি বাড়ি চাকর সবইতো কোম্পানির (জয়ন্তীকে একহাত দিয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করে)। আচ্ছা জয় ; ভাবতো আমার চাকরীটা যদি এরকম হতো ?

জয়ন্তী ॥ সে কী গো ! তাহলে তুমিও পিকভোটের মত বিয়ে করতে না।

গীতিন ॥ মাথা খারাপ ! আগেই তোমাকে ঘরে এনে তুলতাম।

জয়ন্তী ॥ এই আবার শুরু হলো, না··· জয়ন্তী ওর কাছ থেকে সরে আসে)

গীতিন ॥ আসলে কি জানো, আমার নিজেকে খুব রিলিভ্‌ড্‌ মনে হচ্ছে। একটা কিছু করা উচিত। এই জয় নাচবে ?

জয়ন্তী ॥ না, আমার নেচে কাজ নেই।

গীতিন ॥ এসোনা মিনি রেকর্ডচেঞ্জারটা বাজিয়ে দু'জনে একটু নেচে নিই।

জয়ন্তী ॥ মাপ কর মশাই, আমি এখন চান করতে যাব—নাচতে হয় একলা নাচ। [জয়ন্তী ওয়ার্ডরোবের দিকে যায়।]

গীতিন ॥ ধ্যুর থাকগে। আমি তাহলে একটু শুয়ে নিই।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[আলো জ্বলে ওঠে। বেয়ারা মালপত্র নিয়ে এসেছে ২নং ঘরে। গীতিন সোফায় বসে আছে। তার পেছনে জয়তী দাঁড়িয়ে। বেয়ারা কথা বলছে—]

বেয়ারা ॥ এগারো বাজে যদি সাহাব না আসে আপনারা ফির ওঘরে চলে আসবেন।

[বেয়ারা চলে যায়]

গীতিন ॥ এ ঘরটা ঠিক ওঘরের মত নয়।

জয়তী ॥ (বাথরুমটা দেখে) জানো—এ বাথরুমটা ওটার মত বড় নয়—গরমজলের ব্যবস্থা নেই।

গীতিন ॥ খাটের গদীগুলো শক্ত শক্ত—

জয়তী ॥ দেখো, বসির রয়েছে—ও খুব করিৎকর্মা—হয়তো কাল আবার অন্য কোনো ভাল ঘর আমাদের জোগাড় করে দেবে।

গীতিন ॥ দেখা যাক—চল জয়, গাড়ি নিয়ে চারদিকটা বেড়িয়ে আসি।

জয়তী ॥ এখন না। খেয়ে দেয়ে ফলস্ দেখতে যাব।

গীতিন ॥ বেশ তাই হবে।

[বেয়ারা প্রবেশ করে]

বেয়ারা ॥ কী সাব বাতিয়েছিলাম কী না বেফিকির রহেন। কুছ ভাবনা নেই। উ সাব নহি আতা।

গীতিন ॥ সত্যি নাকি ?

বেয়ারা ॥ কিলার্কবাবুর কাছ থেকে খবর নিয়ে এলাম। কিলার্কবাবু

সরকারী অফসারের কাছে টেলিফোন করকে খবর নিল কি সাব নেই আসবে—সাব আমিই দরজা তুরন্ত খুল দেতা—তিরিশটো রূপয়া আভি দে সকতা তো বহুত আচ্ছা হোতা।

গীতিন॥ বেফিকির—জয়তী—

[জয়তী ওর ব্যাগ থেকে বেয়ারাকে টাকা দেয়]

বেয়ারা॥ সেলাম সাব।

[বেয়ারা চলে যায়]

জয়তী॥ বাব্বা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

গীতিন॥ সত্যি দেখি কতটা জ্বর এসেছিল। (কাছে এগিয়ে যায়)

জয়তী॥ এই কী হচ্ছে – ও রয়েছে না!

[ভেতরের দরজা খুলে বসির প্রবেশ করে]

বসির॥ সাব, আপ আভি ই ঘরমে আরাম কিজীয়ে। ঘরকা, বাহার কা তালা আমি বন্ধ করে রাখছি। কাঁহে কি কোই সরকারী অফসর আয়েগা তো দেখেগা বন্ধ আছে। আপ দুনো এ বীচবালা দরজাসে ই ঘরে আনা যানা করেন, দুনো ঘর আপনার ইন্তেজারে থাকছে।

গীতিন॥ গুড্! বসির এর জন্য তোমাকে আমি একস্ট্রা পাঁচ টাকা বখসিস দেব!

বসির॥ আপকা মেহেরবাণী সাব। [বেয়ারা চলে যায়]

জয়তী॥ এই শোনো, দশটা বাজে—আমি ও ঘরে চান করতে যাচ্ছি।

গীতিন॥ তাহলে সেই ফাঁকে আমিও ঘুরে আসি। যে সব টুকিটাকি জিনিস কিনে আনতে বলেছিলে—নিয়ে আসি।

জয়তী॥ সেই ভাল। তাড়াতাড়ি এসো, দেরি করো না লক্ষ্মীটি—

গীতিন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি তোমাকে তালা দিয়ে রেখে যাই। ডাকাডাকি না করে তালা খুলে ঢুকবো।

জয়তী ॥ সেই ভাল। কিন্তু কি জ্বালা দেখতো, এইমাত্র স্যুটকেশ গোছানো হল; এখন আবার খুলে, জামাকাপড় নিয়ে বাথরুম যেতে হবে, এ ঘরে এসে মাথা আচড়াতে হবে।

গীতিন ॥ স্যুটকেসটা নিয়ে ও ঘরে যাওনা—চেঞ্জ টেঞ্জ যা করবার ওখানেই করনা। বাথরুমে একটা বড় আয়না রয়েছে।

[স্যুটকেস নিয়ে ওয়ার্ডরোবে রেখে দেয়। জয়তীও এ-ঘরে প্রবেশ করে]

জয়তী ॥ এই ঠিক হয়েছে।

গীতিন ॥ তাহলে আমি চট করে ঘুরে আসি।

[গীতিন দ্বিতীয় ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে চলে যায়। জয়তী শ্যাম্পু তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে চলে যায়। সেখান থেকে একটা গুন গুন গান ভেসে আসে। পরে গানটি স্পষ্ট হয়—কিছুক্ষণ গানটি হবার পর জয়তী ভিজে কাপড় গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। হঠাৎ এ-ঘরের তালাটা খোলার শব্দসহ দু' একটা টুকরো কথা কানে আসে। জয়তী হতচকিত হয়ে দৌড়ে ওয়ার্ডরোবের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়, প্রবেশ করে পিকভোটসহ বসির। বসিরের হাতে পিকভোটের ট্রাভেলিং ব্যাগ]

পিকভোট ॥ বহুত আচ্ছা, দ্যাট্‌স অলরাইট। স্যুটকেস্ আভি ইধার ছোড়্—(হঠাৎ মাঝের দরজা খোলা দেখে চিৎকার করে) এ্যাই

বেয়ারা, এ বীচবালা দরজা খোলা কিউ, বন্ধ কর এ-দরওজা—

বসির ॥ জী সাব ম্যায় আভি দেতা—

[বসির ছুটে গিয়ে মাঝের দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে যায়]

পিকভোট ॥ মিঃ গুপ্তা—

নেপথ্যে মিঃ গুপ্তা ॥ ইয়েস স্যার—I am here.

পিকভোট ॥ Come in····Why you are standing outside? (প্রবেশ করে) Sit down.

মিঃ গুপ্তা ॥ (বসতে বসতে) Thank you, Sir. I think you will take rest.

পিকভোট ॥ By the by, আমি আপনাদের programme গুলো জেনে নিতে চাই।

মিঃ গুপ্তা ॥ টুডে, আফটার-লাঞ্চ মিটিং in Board of Commerce. আফটার মিটিং, সাইট-সিয়িং। অফিসিয়ালি এবং পার্সোনালি আমি আপনাকে সমস্ত দিক থেকে সাহায্য করব।

পিকভোট ॥ আই সী···

মিঃ গুপ্তা ॥ ইয়েস স্যার। আফটার সাইট-সিয়িং Board of Commerce আয়োজিত ডিনার···এ্যাট এইট পি. এম।

পিকভোট ॥ O.K. মিঃ গুপ্তা, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড আমাকে চার্টটা একটু দেবেন, আমি ডায়েরিতে নোট করে নিতে চাই।

মিঃ গুপ্তা ॥ ও সিয়োর—

[মিঃ গুপ্তা পিকভোটকে একটি ছাপানো চার্ট দেয়। ওদের

দুজনের ওপর থেকে আলোটা এসে পড়ে পিকভোটের ঘরের জানলায় যেখানে ভেতরে জয়তী বাইরে গীতিন]

গীতিন ॥ এই ভয় পেয়েছ ?

জয়তী ॥ হ্যাঁ।

গীতিন ॥ পিক্‌ভোট এসে পড়েছে। বসির ভেবেছে তুমি আছো বাথরুমে। আগে অবশ্য বাথরুমের পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে আসতে পারতে।

জয়তী ॥ কিন্তু আমি এখন বেরুব কী করে ?

গীতিন ॥ তাই তো···দাঁড়াও। ওই যে বসির আসছে ওকে জিজ্ঞেস করি।

[বসির এসে জানলার পাশে দাঁড়ায়। ওর চোখে মুখে আতঙ্ক]

বসির ॥ সাব, মেরা নোকরি খতম হো যায়েগা···

গীতিন ॥ কেন ?

বসির ॥ আপ কিঁউ পুছতা হ্যায় সাব ? আপকা মেমসাব আভি পাকাড় যায়োগে। মেরা নোকরি ভি খতম।

গীতিন ॥ তাইতো···কিন্তু দোষ তোমারিই। তুমিই তো বেফিকির বলে গোলমালটা পাকিয়েছ। তুমিই বলেছিলে সাহেব আসছে না···

বসির ॥ কি করব সাব, কিলার্কবাবু সব গোলমাল করে দিল।

গীতিন ॥ তোমার কিলার্কবাবু আস্ত একটা গাধা।

বসির ॥ সে তো সহি বাত। আভি কেয়া হোগা আল্লা জানে।

গীতিন ॥ আমারও কপালে কী আছে ভগবান জানে—ওগো জয়তী,

বসির ভয় পাচ্ছে ওর চাকরি চলে যাবে। ধরা পড়লে আমারও অবশ্য চাকরি যাবে। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর। তুমি বলবে, তুমি একলাই পাশের ঘরে ছিলে। গরম জলের জন্য এ-ঘরের বাথরুমটা ইউজ করতে এসেছিলে। উনি যেন এর জন্য বেয়ারাকে কিছু না বলেন।

বসির ॥ হা মেমসাব, এ্যায়সা হো সকতা হ্যায়—

জয়তী ॥ বিশ্বাস করবেন তোমার পিকভোট?

গীতিন ॥ করবে—করবে; তুমি একটু কাঁদোকাঁদোভাবে বলবে। তারপর তুমি নিজের ঘরে চলে এসো। কোনোরকমে প্যাকআপ করে সোজা পিট্টান দেব এখান থেকে। আর শোনো, যতক্ষণ ওর কাছে থাকবে, ও যা বলবে মেনে নিও। নইলে ব্যাটা কেলেঙ্কারি করবে।

[আলোটা সরে আসে পিকভোটের উপর]

পিকভোট ॥ অলরাইট্ জেন্টলম্যান—দেন য়্যু টক উইথ ইওর মিনিষ্টার টু-ডে, এ্যারেঞ্জ এ মিটিং, আফটার লাঞ্চ। এনি হাও, মাই কোম্পানি উইল লাইক টু ওয়ার্ক ইন ইওর ষ্টেট।

মিঃ গুপ্তা ॥ থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। ইমিডিয়েটলি আই উইল রিপোর্ট টু মাই মিনিষ্টার। And arrange a meeting today, bye.

[পিকভোট দরজা পর্যন্ত মিঃ গুপ্তাকে এগিয়ে দেয়। পরে এসে সোফায় বসে; আরামে]

[বসির প্রবেশ করে]

বসির ॥ সাব্, কুছ ড্রিঙ্ক?

পিকভোট ॥ নহি, আভি, কুছ জরুরত নহি হ্যায়—ম্যায় আভি

গোসলখানা যায়েগা। গোসলখানা মে গরম পানি হ্যায় ?

বসির ॥ জী সাব—

পিকভোট ॥ বহুত আচ্ছা। দো বাজে লাঞ্চ ই-কমরেমে দেদো। আভি ভাগো। [বসির চলে যায়। পিকভোট সোফার পাশে রাখা স্যুটকেশটার ডালা খুলে একটা মদের বোতল বার করে আবার স্যুটকেসে রেখে দেয়] নট, নাউ, আফটার বেদিং আই উইল [গান গাইতে শুরু করে]

হও ধরমেতে ধীর
হও করমেতে বীর।

[গাইতে গাইতে স্যুটকেসটা নিয়ে ওয়ার্ডরোবের দরজা খুলে সেখানে জয়তীর স্যুটকেস দেখে অবাক হয়] হোয়াট দি হেল, হুজ স্যুটকেস ! (ওয়ার্ডরোব বন্ধ করে দেয়। হঠাৎ নজরে পড়ে পাশে একটি মেয়ে)

পিকভোট ॥ হোয়াটস্ দিস, হু আর ইউ? দিস ইজ সামথিং ব্যাড। বেয়ারা ! বেয়ারা ! Who are you ?

জয়তী ॥ আমি ?

পিকভোট ॥ আমি ! আমি কে ?

জয়তী ॥ না মানে···আমি।

পিকভোট ॥ আমি তো সবাই।

জয়তী ॥ আজ্ঞে দেখুন, মানে, আমি···

পিকভোট ॥ দেখুন মানে আমি। তার মানে আমি বাঙ্গালী ? কে তুমি ? এ ঘরে কেন ? কী করে এলে, এই পোশাকে ? হারি আপ, তাড়াতাড়ি বলো, কে তুমি ? এখানে কী করে এলে ?

জয়ন্তী ॥ আমি…মানে…ঐ পাশের ঘরে থাকি।

পিকভোট ॥ পাশের ঘর মানে ?

জয়ন্তী ॥ মানে ঐ পাশের ঘরে—

পিকভোট ॥ তাতে কী হয়েছে। আমি জানতে চাইছি, এ-ঘরে এলে কী করে ?

জয়ন্তী ॥ (আমতা আমতা করে) না…মানে…ঐ…

পিকভোট ॥ আই ডোণ্ট লাইক টু হিয়ার এনি মানে টানে। ঐ ওয়ার্ডরোবে তাহলে ওটা তোমার স্যুটকেস…ওতে জামাকাপড় আছে ?

জয়ন্তী ॥ আজ্ঞে হ্যা—

পিকভোট ॥ এক মিনিটের মধ্যে চেঞ্জ করে নাও, তারপর আমি সব শুনছি। (বাথরুমের দরজা খুলে) আই সী, এখানেই চান করা হয়েছে - হাউ ইজ ইট পসিবল্ ! বেয়ারা…বেয়ারা…

জয়ন্তী ॥ বেয়ারা কিছু জানে না—আমি আপনাকে সব বলছি। আপনি দয়া করে—

পিকভোট ॥ ক্যারি অন, ক্যারি অন। না শুনে তোমাকে আমি ছাড়ছি না। তারপর আমি যা করবার করব'!

[হন হন করে বাইরে চলে যায় -জয়ন্তী বাথরুমের আড়ালে গিয়ে পোশাক পাল্টে আসে। মঞ্চটুকু ফাঁকা ফাঁকা—কিছুক্ষণ পরে পিকভোট প্রবেশ করে ; ওকে ডাকে]

হ্যাভ ইউ ফিনিশড্ ? কাম হিয়ার—সিট ডাউন।

[জয়ন্তী প্রবেশ করে, সোফায় বসে। পিকভোট ওর সামনের সোফায় বসে।]

পিকভোট ॥ বলো তোমার কি বলবার আছে। দ্যো আই ডোন্ট বিলিভ, আই অ্যাম সিয়োর বেয়ারারা এ ব্যাপারে জড়িত আছে।

জয়তী ॥ না—না—আপনি বিশ্বাস করুন, বেয়ারারা কিছুই জানে না?

পিকভোট ॥ হুঁ। তুমি কবে থেকে এখানে রয়েছো?

জয়তী ॥ আজ্ঞে কাল থেকে।

পিকভোট ॥ একলা?

জয়তী ॥ না…হ্যাঁ; মানে…হ্যাঁ…একলাই আছি।

পিকভোট ॥ কেন?

জয়তী ॥ পাশের ঘরের গরম জলের ট্যাপটা খারাপ। আমি দেখলাম এ-ঘরে এখনো কেউ আসেনি। ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি চান করে গেলে কেউ কিছু টের পাবে না…তাই…

পিকভোট ॥ এ-ঘরের দরজা খোলা পেলে কি করে?

জয়তী ॥ পাশের ঘর থেকে বন্ধ করা ছিল। আমি নিজেই খুলে এসেছি—

পিকভোট ॥ হুঁ।

জয়তী ॥ আমি আপনাকে মিথ্যে বলছি না। ভেবেছিলাম জামা-কাপড়টা বদলেই এ-ঘর থেকে পাশের ঘরে চলে যাব। ঠিক সেই সময়েই—

পিকভোট ॥ ইউ মিন টু সে, এ কোয়েনসিডেন্স?

জয়তী ॥ আজ্ঞে, হ্যাঁ. আমি এবার যাই?

পিকভোট ॥ নট নাউ। তুমি বলছ, তুমি একলা এসেছ? কোথা থেকে এসেছ?

জয়তী ॥ কলকাতা।

পিকভোট ॥ কী নাম তোমার ?

জয়তী ॥ নাম—

পিকভোট ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ; ইউ হিয়ার মি।

জয়তী ॥ আজ্ঞে জয়তী…জয়তী ঘোষ।

পিকভোট ॥ হুঁ --তোমার বাবার নাম ? কী করেন তিনি ?

জয়তী ॥ বাবার নাম ? (ঢোক গিলে) শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন ঘোষ। ব্যাঙ্ক অফ এশিয়াতে চাকরি করেন।

পিকভোট ॥ কোন্ ব্রাঞ্চ ? কী Position ?

জয়তী ॥ নিউমার্কেট ব্রাঞ্চে Accountant.

পিকভোট ॥ ম্যারেড না আনম্যারেড ?

জয়তী ॥ আজ্ঞে, আমার বাবা ?

পিকভোট ॥ রাবিশ—তুমি ছাড়া এ-ঘরে আর কে আছে ?

জয়তী ॥ আমি···আমি অবিবাহিতা।

পিকভোট ॥ অবিবাহিতা মেয়ে। কী বলে যেন···হ্যাঁ হ্যাঁ, যাকে বলে সোমত্ত বয়স, একলা একলা কলকাতা থেকে এতদূরে বেড়াতে এসেছ ? তাও আবার সরকারী বাংলোয়—আই এ্যাম দা লাস্ট ম্যান টু বিলিভ। তুমি বাড়ি থেকে পালিয়েছ ?

জয়তী ॥ না—না—

পিকভোট ॥ শাট আপ— নিশ্চয় কোনো বয় ফ্রেণ্ড আছে—

জয়তী ॥ বিশ্বাস করুন, আমার কোনো····

পিকভোট ॥ আই কান্ট। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গভীর গোলমেলে ব্যাপার আছে। আমি এখুনি এখান থেকে কলকাতায়

তোমার বাবার ব্যাঙ্কে টেলিফোন করছি। ব্যাঙ্ক অব এশিয়ার জেনারেল ম্যানেজার B. K. Agarwál—আমার পরিচিত।

জয়তী ॥ না—না—Please শুনুন—মানে—

পিকভোট ॥ I see, বুঝেছি বাবাকে জানাতে চাও না। তার মানেই বেশ গোলমাল। যার সঙ্গে পালিয়েছ, সেই ছেলেটা কোথায়?

জয়তী ॥ (কাঁদো কাঁদো হয়ে) আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি কারো সঙ্গে পালাইনি।

পিকভোট ॥ কেবল কলকাতা থেকে এতদূরে একলা একলা বেড়াতে বেড়িয়েছ? Do you think I am a fool? I must call the police

জয়তী ॥ পুলিশ? কেন?

পিকভোট ॥ তারা তোমার ব্যাপার ইনভেস্টিগেট করবে। এ-ভাবে আমি একটা মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারি না। নিশ্চয়ই কোন কেলেঙ্কারী পাকিয়েছ। লেখাপড়া কতদূর করেছ?

জয়তী ॥ বি. এ. পাশ করেছি। কিন্তু police-এ খবর দেবেন না—

পিকভোট ॥ হুঁ—কিন্তু তোমাকে আমি ছেড়েও দেব না। চলো তোমার ঘরে কী কী আছে দেখে আসি—

জয়তী ॥ আজ্ঞে ওখানে···মানে···ওঘরে কিছু নেই।

পিকভোট ॥ সেটা আমি দেখতে চাই। (মাঝের দরজা দিয়ে দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করে। সেখানে কিছু দেখতে পায় না) আগে থেকেই সরিয়ে নিয়ে গেছে—এনি হাও, তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় ব্যাক্ করবে—তোমাকে আমি তোমার বাড়ি পৌঁছে দেব, এতে যদি রাজি থাক বলো। না হলে অন্য ব্যবস্থা করছি।

জয়তী ॥ অন্য ব্যবস্থা—

পিকভোট ॥ হ্যাঁ।

জয়তী ॥ আপনি কবে ফিরবেন।

পিকভোট ॥ সে কথা পরে হবে—এখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। রাজী? (জয়তী মাথা নেড়ে সায় দেয়) গুড্ গার্ল, এখন আমার ঘরে এসো। (আবার ওরা প্রথম ঘরে আসে) No—No কান্নাকাটি করে কিছু হবে না। By the by আমার পরিচয়টা তোমার জানা দরকার—কিছু বলবে?

জয়তী ॥ না

পিকভোট ॥ আমার নাম প্রাণেশকুমার ভট্টাচার্য। আমি মালটিপল কনষ্ট্রাকসনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর. এইটুকু জানা থাকলেই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। (হুঙ্কার দিয়ে) চোখের জল মুছে ফেল।

বসির ॥ (বসির এসে পর্দার পাশে দাঁড়ায়। পর্দার পাশ থেকে) হামি সাব···

পিকভোট ॥ কাম ইন্ (বসির প্রবেশ করে) কি চাই?

বসির ॥ হুজুর গোসলখানা কা পিছেকা দরওয়াজা বন্ধ হ্যায়—ইস্ লিয়ে অন্দরসে দেখনে আয়া সাফা হ্যায় কি নেহী। ঔর হুজুর কা খানা কব দেঙ্গে পুছনে আয়া।

পিকভোট ॥ তুমি এ-মেমসাবকে চেন?

বসির ॥ জী হুজুর; মেমসাব বগলকে কামরা মে রহেতি।

পিকভোট ॥ মেমসাব কবে এসেছে? কোথা থেকে এসেছে?

বসির ॥ মেমসাব কাল কলকাতাসে আয়ি।

পিকভোট ॥ রিজারভেসন বুক লে আও।

বসির ॥ জী ?

পিকভোট ॥ রিজারভেসন বুক নেহী জানতা ?

বসির ॥ আভি লে আতে সাব, মগর মেমসাব কি নাম উসমে নেহী হ্যায়। উনকি কোই রিজার্ভেসন নেহিথি এ্যায়সাহি চলী আয়ি তো একঠো খালি কামরা থা—ইসলিয়ে···

পিকভোট ॥ মেমসাব কিসকো সাথ আয়া ?

বসির ॥ জী?

পিকভোট ॥ আমার কথা শুনতে পাচ্ছনা ?

বসির ॥ জী সাব। মেমসাব আকেলি আয়ী হুজুর।

পিকভোট ॥ হুঁ, না একটা ভদ্রলোকের মেয়ের ব্যাপারে সারকিট হাউসের বেয়ারাকে আমি বেশি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই না। গোসলখানা দেখ···আর শোনো, মেমসাহেবের লাঞ্চ অর্ডার আছে ?

বসির ॥ জী হুজুর।

পিকভোট ॥ এক ঘণ্টাবাদে দু'জনের খাবার একসঙ্গে দেবে। ডাইনিং রুমে খাবার দেবে—

বসির ॥ জী সাব—

[বসির সেলাম করে বাথরুমের দিকে গেল। ওদের ওপর থেকে আলো কাট হয়ে দ্বিতীয় ঘরে পড়ে—সেখানে গীতিন ও বসির]

বসির ॥ আই বাপ্ সাহাব নেহী শের হ্যায়। তব উসকো দিলমে কুছ ধোকা আ গয়া।

গীতিন ॥ কিসের ধোকা

বসির ॥ মেমসাব কো লে কর—

গীতিন ॥ কী কী বলল তাই বলনা ছাই।

বসির ॥ আপনি হড়বড়াবেন না বাবু—আমার নোকরি গেলে আপনার জন্যই যাবে।

গীতিন ॥ কেন, তোমার চাকরি যাবার কথা কিছু বললে নাকি?

বসির ॥ বোলে নাই—মগর সাব কো বাতচিত হামার সুবিস্তা মনে হল না। য্যায়সে হমকো অউর মেমসাবকো দেখছিলো আই বাপ, [বাইরের দিকে উদ্দেশ্য করে] এই সোলেমান, এক ঘণ্টা মে সাবকো খানা রেডি করো। উস সাথ উ মেমসাবকো ভি, ডাইনিং টেবিল পর খানা দো।

গীতিন ॥ কেন?

বসির ॥ কিস কা কেনো বাবু?

গীতিন ॥ মেমসাবকো ওর সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে খেতে দেবে কেন?

বসির ॥ সাব কা হুকুম হ্যায়।

গীতিন ॥ ও হুকুম তো হ্যায়, কিন্তু ওই ডাইনিং টেবিলে বসে, মানে, পিকাভাটকা সাথ তোমার মেমসাহেবের গলা দিয়ে খানা নামবে? সারা দিন না খেয়ে থাকবে।

বসির ॥ সোতো সহি বাত বাবু; আপনার খানা আভি দেবে? ডাইনিং রুমমে—

গীতিন ॥ না-না—ওই ডাইনিং টেবিলে আমাকে আর খেতে দিতে হবে না। আমার একদম খিদে নেই।

বসির ॥ উ বাত বললে তো হয় না বাবু। ভুখ কোই বাত শোনে না। আপদমে গিরিয়ে গিয়েছেন তো কী করবেন, থোড়া খানা

খেয়ে লিন, তারপর কী করবেন বাৎলাবেন। তবে বাবু—একঠো বাত।

গীতিন ॥ কী ?

বসির ॥ উ সাহেবের কাছে ধোরা পড়ে যান তো আমাকে বাঁচিয়ে দিবেন। একদম কাঁচা খানেবালা সাহেব আছে, হামার নোকরি খেয়ে লিবে…

গীতিন ॥ তুমি আছ তোমার তালে, দেখছো আমি কী রকম বিপদে পড়েছি, তুমিই তো যত ঝঞ্ঝাটের গোড়া।

বসির ॥ হামি কি করবে বাবু ঐ কিলার্ক বাবুতো…

গীতিন ॥ তোমার কিলার্ক বাবু একটা পাঁঠা…

বসির ॥ সো তো সহি বাত বাবু।

[আলো দ্রুত চলে গেল প্রথম ঘরে]

পিকভোট ॥ আমি অবশ্য বেয়ারাটাকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম : তুমি একলা এসেছ নাকি সঙ্গে কেউ ছিল—কিন্তু আমি মনে করি সেটা কারোর পক্ষেই খুব সম্মানযোগ্য নয়।

জয়তী ॥ আমি আপনাকে মিথ্যে বলিনি।

পিকভোট ॥ দেয়ার মাস্ট বী এন এগ্রিমেন্ট, অ্যান আনরিটন এগ্রিমেন্ট বিটুইন ইউ এণ্ড মী. আণ্ডারস্ট্যাণ্ড—

জয়তী ॥ এগ্রিমেন্ট ?

পিকভোট ॥ ইয়েস এগ্রিমেন্ট—সে-কথা আমি পরে বলছি। নাউ আই টেল ইউ ভেরি ফ্রাংকলি, আই ডোণ্ট বিলিভ ইয়োর স্টোরি, ইট ইজ সামথিং ফিসি—তোমার বয়স কত ? বছর কুড়ি ?

জয়তী ॥ না—না চব্বিশ।

পিকভোট ॥ বিশ্বাসযোগ্য নয় এনি হাউ. তাই যদি মেনে নিই, এটা কোনো বয়েসই নয়। তুমি এখোনো যথেষ্ট ছেলেমানুষ। কলকাতা থেকে এত মাইল দূরে বাংলোতে বাংলোতে ঘুরে বেড়াবার ক্ষমতা তোমার হয়নি। সংসার না করতে পারি, ছেলেমেয়ে মানুষ করতে না পারি এটা বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে। আই এ্যাম নট এ ফুল, নিশ্চয়ই কোনে গোলমাল আছে। তার ওপরে তুমি আই মাস্ট সে মানে সুন্দরী, তোমার বয়েসটাই গোলমেলে। আমার অত্যন্ত খারাপ অভিজ্ঞতা আছে। সো- - হ্যাঁ, কী যেন নাম বলছিলে ?

জয়তী ॥ জয়তী ঘোষ—

পিকভোট ॥ জয়তী, দ্যাটস্ অলরাইট। জয়তী, তুমি যখন আমার কাছে এভাবে ধরা পড়ে গেছ তখন আমি তোমাকে একলা ছেড়ে দিতে পারি না—

জয়তী ॥ বিশ্বাস করুন, কোনোরকম গোলমাল

পিকভোট ॥ [হাত তুলে] ডোণ্ট আরগু ; হয় তুমি আমার চার্জে থাকবে না হয় এক্ষুণি ট্রাঙ্ককল করে তোমার বাবাকে ডেকে এনে তার হাতেই তোমাকে তুলে দেব। নাউ, ডিসাইড ইয়োরসেলফ্। আর আমার চার্জে যদি থাক দেয়ার মাস্ট বী এ্যান এগ্রিমেণ্ট। পালাবার চেষ্টা করবে না। অবশ্য পালাতে পারবেও না। আমার এক কথায় চারিদিকে পুলিশ ছুটবে তোমাকে ধরবার জন্য। সমস্ত হাইওয়ে, রেলওয়ে ষ্টেশন, এয়ারোড্রোম—কোথাও বাদ যাবে না।

জয়তী ॥ আমি আপনার সঙ্গে তাহলে থাকবো—মানে আমি তো এখানে কয়েকদিন বেড়াতেই এসেছিলাম—

পিকভোট ॥ গুকে—অবশ্য তুমি বেড়াতে এসেছিলে কিনা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না– এ-বিষয়ে আমার এক্সপিরিয়েন্স …Leave it. তোমরা ক' ভাই বোন ?

জয়তী ॥ চার।

পিকভোট ॥ তুমি সকলের বড় ?

জয়তী ॥ হ্যাঁ।

পিকাভাট ॥ হুম। এটাই আমি আন্দাজ করছিলাম। তুমি কোনো চাকরি বাকরি কর ?

জয়তী ॥ না; তবে শর্টহ্যাণ্ডটা শিখেছিলাম।

পিকভোট ॥ গুড্। তাহলে বুঝতে পারছো তোমার গোলমালটা কোথায় ? আমি ধরেছি ঠিক। হুম—হুম—হুম !

জয়তী ॥ আজ্ঞে ?

পিকভোট ॥ তোমার বাবা তোমার বিয়ে দেবার পক্ষপাতি না চাকরি করার পক্ষপাতি।

জয়তী ॥ বিয়ের।

পিকভোট ॥ ইয়েস ইয়েস, আই অ্যাস্যুমড্ ইট। নিশ্চয়ই তোমার বাবা তোমাকে মাসে মাসে বিশেষ কিছু হাত খরচা দিতে পারেন না ?

জয়তী ॥ না তো!

পিকভোট ॥ আর তুমি নিজেও রোজগার কর না—অথচ তুমি একলা এইখানে, ইয়ং গাল', এ্যাণ্ড আই মাস্ট সে দ্যাট য়্যু আর…কী বলে দেখতে বেশ সুন্দরী—বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছ, একলা

একলা—সরকারি বাংলোয় উঠেছ। দেয়ার মাস্ট বী সাম ফিসি এ্যাফেয়াস'…ইজণ্ট ইট। অ্যা?

জয়ন্তী॥ না না, বিশ্বাস করুন, মানে কোনো ফিসি অ্যাফেয়াস'…

পিকভোট॥ আই নো য়্যু আর এ টাইটলিপড গার্ল। এনি হাউ, আই ডোণ্ট বিলিভ। বাট আই অ্যাম হ্যাপি দ্যাট ইউ নো শর্টহ্যাণ্ড। আমার কাজে লাগবে—

জয়ন্তী॥ আপনার কাজে?

পিকভোট॥ ইয়েস, ইয়েস মাইন। এটা আমার একটা চিন্তার বিষয় ছিল—আফটার লাঞ্চ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ড্রেস স্মার্টলি অ্যাণ্ড অ্যাকম্প্যানি মী টু দি বোর্ড অব কমার্স'।

জয়ন্তী॥ আমি? কিন্তু আমার…আমার যে একদম স্পীড নেই। মানে অনেকদিন আমার কোনরকম প্র্যাকটিস নেই, তাই……

পিকভোট॥ ওহ্ আই উইল মেক ইউ স্পীডি, সেটা তোমার ভাবনা নয়—আমি ভাবছিলাম, তোমাকে এখানে একলা রেখে যেতে পারবো না। আবার ওদের মিটিং-এ নিয়ে গিয়ে কী বলব! অবশ্যি ওসব বলাটলা আমি একেবারেই কেয়ার করি না—যাই হোক এখন একটা কাজের ব্যাপার থাকবে (জয়ন্তীকে পর্দার দিকে তাকাতে দেখে চিৎকার করে ওঠে) হু ইজ দেয়ার—হু?

জয়ন্তী॥ কেউ নাতো।

পিকভোট॥ তবে তুমি কী দেখছিলে?

জয়ন্তী॥ কিছু না। হঠাৎ মনে হল ওখানে একটা ছায়া মতন পড়ল—

পিকভোট॥ I see—(এগিয়ে যায় দরজার দিকে)

জয়তী ॥ (অনুচ্চস্বরে) বুড়ো ভাম সব দিকে নজর রেখেছে।

আলো দ্রুত নিভে গেল (Light off quickly)

[মঞ্চে প্রবেশ করে পিকভোট ও জয়তী—ওরা ডিনার শেষ করে এল]

পিকভোট ॥ কিছুইতো খেলে না—প্রব্যাবলি আই হ্যাভ গ্রোন ওল্ড, বাট নট ব্লাইণ্ড, বাড়ির কথা ভাবছ বুঝি ?

জয়তী ॥ কৈ না তো !

পিকভোট ॥ রান্না ভাল করেনি ?

জয়তী ॥ না না ভালই করেছে। আমি এর বেশি খেতে পারি না। আপনি তো প্রায় কিছুই খেলেন না।

পিকভোট ॥ এ বয়সে তো আর জোর করে খাওয়া যায়না। রেসট্রিকটেড ফুড ছাড়া উপায় নেই—(বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ হয়। জয়তী ঘড়িটা দেখে) কি অনেক দেরি হয়ে গেল ?

জয়তী ॥ অ্যাঁ ?

পিকভোট ॥ বলছি অনেক দেরি হয়ে গেল ?

জয়তী ॥ কার ? না না, এমনি দেখলাম ঘড়িটা।

পিকভোট ॥ ও—ওয়েল তুমি এবার নিশ্চয়ই একটু শুয়ে বিশ্রাম করবে—

জয়তী ॥ দিনের বেলায় শুইনা। আপনি ঘুমোন আমি পাশের ঘরে যাই।

পিকভোট ॥ আমি ঘুমোব ! আমি কি ঘুমোই নাকি ? রাত্রেই ঘুমোইনা তা আবার দিনে।

জয়তী ॥ সে কি আপনি রাত্রেও ঘুমোন না ?

পিকভোট ॥ ঘুমোই ঘুমোই; রাত্রি ২টা—৫টা। তিনঘণ্টা। অলরাইট, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক। আর একঘণ্টার মধ্যে আমাকে চেম্বার অব কমার্সের মিটিংয়ের জন্য প্রিপেয়ার হতে হবে। এই দিনে-ঘুমোনোর কথাতেই মনে পড়লো, বৌদি বলতেন, মেয়েরা দিনের বেলা একটু না ঘুমুলে তাদের রূপ নাকি খোলেনা। ওসব আমি কিছু বুঝি না, সেজন্যই বৌদি আমাকে বলতেন আমার নাকি ঘটে কোনো বুদ্ধি নাই—হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ—তা সব বুদ্ধিতো আর সকলের থাকে না কি বল? তবে আমার ভাইঝিরা তাদের মায়ের কথা মানতো না—থ্যো দে আর অল ভেরি ব্রিলিয়াণ্ট এ্যাণ্ড চার্মিং (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কি যেন ভেবে জয়তীর দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকে) আমার বড় ভাইঝি নীপা—হা ঠিক তোমারই মত বয়েস হয়েছিল তার—সেও—leave it. তার কথা আমি পরে বলবো তোমাকে। যাও এখন একটু বিশ্রাম করগে। দেন ড্রেস স্মার্টলি এ্যাণ্ড অ্যাকম্প্যানি মী টু দি বোর্ড অব কমার্স। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমাদের আবার বেরোতে হবে।

[জয়তী উঠে দ্বিতীয় ঘরে চলে আসে। পিকাভাট ফাইল নিয়ে বসে। তার ওপর আলোটা জোর হয়। প্রবেশ করে গীতিন]

গীতিন ॥ জয়তী (গিয়ে জড়িয়ে ধরে)

জয়তী ॥ ওগো, আস্তে শুনতে পাবে।

গীতিন ॥ তোমাকে কোনোরকম সেডিউস করবার চেষ্টা করেছে নাকি?

জয়তী ॥ না তা করেনি, তবে এইরকম একটা অনিশ্চিত অবস্থায়

মধ্যে কতক্ষণ (হঠাৎ পিকভোট জোরে গলা খাঁকারি দিয়ে ওঠে। গীতিন দৌড়ে ঘরের বাইরে চলে যায়। জয়তী সোফা-কাম বেডের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর গীতিন আবার ঢোকে) ওগো, আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে যে করেই হোক ওর হাত থেকে উদ্ধার কর—

গীতিন। আস্তে আস্তে, জয়তী, তুমি আমাকে বল কি কি কথা হয়েছে। তারপর আমি—

জয়তী। আমি আর কি বলব? তুমি যেমন বলেছিলে তেমনি বলেছি। আমি আনম্যারেড, বাবার নাম মিথ্যে করে বলেছি। বলেছি, বাবা ব্যাঙ্ক অব এশিয়াতে চাকরি করে। উনি আমাকে একদম বিশ্বাস করছেন না, বলছেন ঐ ব্যাঙ্কে এক্ষুণি ট্রাঙ্ককল করে বাবাকে ডাকিয়ে আনবেন নয়তো পুলিশের হাতে আমাকে তুলে দেবেন। সে সব কোনোরকমে থামিয়ে রেখেছি। ওঁর সন্দেহ আমি কোনো খারাপ ছেলের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়েছি। বলছেন, কলকাতায় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আমার বাবার কাছে পৌঁছে দেবেন।

গীতিন। তা কি করে হবে। উনি তো আরো দু-তিন জায়গায় নিশ্চয়ই যাবেন—সে সব জায়গায় তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন নাকি?

জয়তী। তা কি করে জানবো—আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে।

গীতিন। না-না, এখনই কেঁদো না। উনি তো একটু বাদেই মিটিং-যাবেন, তখনই আমরা পালাব।

জয়তী ॥ তা কী করে হবে! উনিতো আমাকে সেখানেও নিয়ে যাচ্ছেন।

গীতিন ॥ কেন ?

জয়তী ॥ বিশ্বাস করেন না বলে। এমনিতেই নিয়ে যেতেন, তারপর যখন শুনলেন আমি শর্টহ্যাণ্ড জানি, তখন বললেন, আমাকে কাজে লাগাবেন।

গীতিন ॥ তুমি শর্টহ্যাণ্ড জানো উনি জানলেন কী করে ?

জয়তী ॥ আমিই কথায় কথায় বলে ফেলেছি—

গীতিন ॥ উঃ জয়তী, তুমি আমাকে ডোবাবে—

জয়তী ॥ (কাঁদো কাঁদো হয়ে) আমি তোমাকে ডোবাব তুমি বলতে পারলে ? আমি কোথায় ভাবছি—

গীতিন ॥ শোন শোন, কেঁদোনা। অন্য একটা মতলবের কথা বলছি। তুমি ওর সঙ্গে যাও। ঘণ্টা দু'একের মধ্যে নিশ্চই কাজ শেষ হয়ে যাবে।

জয়তী ॥ তা কি করে বলবো ; মিটিং হবে বোর্ড অব কমার্সে।

গীতিন ॥ আমিও সেখানে কাছে কাছেই থাকবো। শোনো—এখানে আমার এক বন্ধু আছে। চিত্তরঞ্জন তরফদার। সরকারি অফিসে চাকরি করে···বুঝলে ?

জয়তী ॥ হ্যাঁ।

গীতিন ॥ তোমরা ফিরে আসার পর চিত্ত এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

জয়তী ॥ কেন ?

গীতিন ॥ সে কথাই বলছি। ও তোমার মামাতো ভাই সেজে আসবে, বুঝলে ?

জয়ন্তী ॥ মামাতো ভাই ?

গীতিন ॥ হ্যা, মামাতো ভাই।

জয়ন্তী ॥ কিন্তু আমার তো মামাই নেই।

গীতিন ॥ না থাকুক, যার কোনো অস্তিত্বই নেই তা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। ব্যাপারটা হবে এই রকম, তুমি যেন কলকাতা থেকে আসবার আগেই মামাবাড়িতে চিঠি দিয়েছিলে, কেমন ?

জয়ন্তী ॥ আচ্ছা।

গীতিন ॥ চিত্ত, আমার বন্ধু, এখানে এসে তোমাকে "তুই" "তুই" করে বলবে—ঠিক যেন মামাতো বোন। হ্যাঁ, তুমিও তেমনি "চিত্তদা" "চিত্তদা" বলবে। চিত্ত বলবে তোমার মামীমা ওকে পাঠিয়েছে তোমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য। তুমি পিকাভাটকে বলবে, তুমি মামার বাড়ি চলে যাচ্ছ। তারপর আর ভাববার কিছু থাকবে না।

জয়ন্তী ॥ কিন্তু তোমার বন্ধু ঠিক কায়দা করে বলতে পারবে তো সব কথা ?

গীতিন ॥ হ্যাঁ, হ্যা, ও খুব ওস্তাদ ছেলে। ও ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। তুমি ঠিক থেকো।

জয়ন্তী ॥ চিত্তর চেহারা কেমন ?

গীতিন ॥ কালো—না না ফরসা, মাঝামাঝি আর কি। বাঁ দিকে সিঁথি কাটে, গোঁফ আছে, সরু—না মোটা—সরু থেকে মোটা। থুতনিতে একটা তিল আছে বাঁদিকে না ডানদিকে তুমি দেখে

নিও। খুব ছোট্ট তিলতো মাইনিউটলি না দেখলে বোঝা যায় না। যাই হোক ওই আগে এসে তোমার সঙ্গে কথা বলবে। তুমি খুব নরমাল থেকো। দুজনেই যেন—

[পিকভোট "জয়তী" "জয়তী" করে ডেকে ওঠে। গীতিন দৌড়ে দরজার বাইরে চলে যায়। মাঝের দরজায় খট খট শব্দ হয়।]

পিকভোট ॥ জয়তী ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?

জয়তী ॥ না (হঠাৎ ওর লক্ষ্য পড়ে গীতিনের এক পাটি চটি পড়ে রয়েছে ও ছুটে গিয়ে সেটা দরজার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে। প্রবেশ করে পিকভোট)

পিকভোট ॥ ওকি, তুমি ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন ?

জয়তী ॥ বাথরুমে যাচ্ছিলাম।

পিকভোট ॥ হু। আমি তোমাকে ডাকছিলাম—এবার আমাদের বেরোতে হবে। তোমার জিনিসপত্র সব আমার ঘরে রয়েছে তুমি ওঘরে তৈরি হয়ে নাও। আমি ততক্ষণ এ-ঘরে আছি।

[জয়তী চলে যায়। পিকভোট দরজার দিকে পেছন করে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে থাকে। গীতিন পর্দাটা সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই চকিতে পালায় আর পিকভোটও চিৎকার করে ওঠে]

হু ইজ দেয়ার ? হু আর য়ু (ছুটে যায় দরজার দিকে) ইউ ডেভিল, স্টপ স্টপ—কৌন হ্যায় ইধার। জলদি আও—বেয়ারা বেয়ারা—

বসির ॥ (বসির ছুটে আসে) জী সাব ?

পিকভোট ॥ ইধার আভি কৌন আয়া থা ? এ দরওয়াজাকা পর্দা হটাকে অন্দরমে দেখতা থা, উ কৌন হ্যায় ?

বসির ॥ (আমতা আমতা করে) সাব আভি তো হাম রসুইখানামে ঢুকা। ইধর তো নহি দেখা ; তব—

পিকভোট ॥ তব ?

বসির ॥ হো সকতা হ্যায় সাব, হামলোগকা কোই বালবাচ্চা এ্যায়সা বচপনি কিয়া হ্যায়। বাচ্চালোগ কভি ইধার উধার—

পিকভোট ॥ নহি নহি। বাচ্চালোগ এতনা জলদি ভাগনে নহী সকতা — জরুর কোই বড়া আদমী হোগা—

বসির ॥ এতনা হিম্মত কিসকা হোগা সাব ! ইধার আকে অন্দর দেখেগা ? হাম অভি দেখতা কেয়া হুয়া। জরুর কোই বাচ্চানে এইসা কিয়া—

পিকভোট ॥ হু। কোই বাচ্চাকো কাম ?

বসির ॥ জী সাব, জরুর কোই বাচ্চাকো কাম।

পিকভোট ॥ হু। উসলোগকো মানা কর দো।

বসির ॥ জরুর হুজুর।

পিকভোট ॥ (ঘরে প্রবেশ করে সজ্জিত জয়ন্তীকে দেখে এ্যাটাচীতে ফাইল তুলতে তুলতে বলে) আমাকে ডুবিয়েছে আমার অফিসের এক ছোকরা গীতিন ঘোষ। সে ছোকরা হিসেবপত্রে এত চৌকস যে তার তৈরি কাগজে একবার চোখ বোলালেই সব তোমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর এখানে আমার হিসেবপত্রটাই জরুরী। তা সে ছোকরা ঠিক এ সময়ই অসু

করে বসে রইল ! বাকিগুলোতো সব গাধা। অবশ্যি জানি না গীতিনের সত্যি অসুখ করেছে কি না।

জয়ন্তী ॥ অসুখ করেনি ?

পিকভোট ॥ করেছে হয়তো। যতদূর জানি, ছোকরা তো মিথ্যে কথাটথা বিশেষ বলে না। তবে ওরই এক বন্ধু আমাকে চুপি চুপি বলতে এসেছিল, ও নাকি মিথ্যে করে ছুটি নিয়ে বউকে সঙ্গে করে বেড়াতে গেছে। এ-সব লোককে আমার একেবারেই ভাল লাগে না। এই লাগানো-টাগানো। আই হেট্ দিজ্ থিংস। আমি লোকটাকে ধমকে দিলাম। I don't like to hear all this things from you. সে কি করেছে না করেছে আমি বুঝব···আসলে জানো, এরা সব রোগে ভোগে। (কোট পরতে পরতে) অবশ্যি জানিনা ; গীতিন কি এরকম একটা ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে মিথ্যে কথা বলে ছুটি নেবে ? কি জানি—

[দরজার বাইরে মিঃ গুপ্তার গলা]

মিঃ গুপ্তা ॥ May I come in, Sir ?

পিকভোট ॥ ইয়েস, কাম ইন।

মিঃ গুপ্তা ॥ স্যার, আর ইউ রেডি ? আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।

পিকভোট ॥ ইন এ মোমেন্ট। বাই দি বাই, মিট মিস জয়ন্তী ঘোষ। মাই রিলেটিভ। সারপ্রাইজিংলি উই হ্যাভ মেট ইন্ দিস সারকিট হাউস। সী ইজ অলসো এ্যাকম্প্যানিয়িং মী।

মিঃ গুপ্তা ॥ ও ইয়েস, সারটেনলি। আফটার মিটিং ডিনার পার্টিতে আপনাকে invite করছি—আপনার company আমরা কামনা করি ম্যাডাম—

পিকভোট ॥ Sure Sure, we are accepting your invitation.

মিঃ গুপ্তা ॥ Thank you very much....well Mr. Bhattacharyya this is high time for the meeting.

পিকভোট ॥ Right, be seated please just a moment we will be ready.

[মিঃ গুপ্ত সোফায় বসে পড়ে, আলো নিভে যায়। একটু বাদেই আলো জ্বলে ওঠে, দেখা যায় গীতিন ও' চিত্ত তরফদার]

গীতিন ॥ চিত্ত, তুই ঠিকমত চিনে রেখেছিস তো জয়ন্তীকে ?

চিত্ত ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর বৌয়ের চোখমুখ রঙ চুল হাঁটাচলা সব কিছু মুখস্ত করে রেখেছি—হ্যাঁরে, তোর বৌয়ের পাশে পাশে সেই হুমলো মতো লোকটাই বুঝি তোদের পিকভোট ?

গীতিন ॥ হ্যাঁ।

চিত্ত ॥ জব্বর মাইরি···তোর বৌয়ের কথা বলছিরে। দারুণ বাগিয়েছিস গীতু, ফাইন। ওরকম সুন্দরী লেডি—কোনোদিন বিয়ে করতে পারবো কিনা কে জানে ।

গীতিন ॥ বিয়ে করতে পারবি না কেন ?

চিত্ত ॥ যা দিনকাল পড়েছে কোনো শ্বশুরই আমাদের মেয়ে দিতে চাইবে না ।

গীতিন ॥ ওটা বাজে কথা ।

চিত্ত ॥ আচ্ছা, তুই তো প্রেম করে বিয়ে করেছিস, না ?

গীতিন ॥ হ্যাঁ, সেই জন্যই বাড়ির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি—

চিত্ত ॥ তা হোকগে, প্রেম করে বিয়ে করার মধ্যে একটা আলাদা

thrill আছে। যাই বলিস, মনের মত মেয়ে পাওয়া যায়। আমারও অবশ্যি একটা এ্যাফেয়ার চলছে—

গীতিন॥ মেয়েটা কি রকম দেখতে ?

চিত্ত॥ দারুণ—দারুণ—প্রায় তোর বৌয়ের মতই, তবে ভাই লেখাপড়া জানে না।

গীতিন॥ সে আর কি করা যাবে—ছাখ চিত্ত, পারবি তো? পিকভোটকে টেক্কা মারতে পারলে বুঝবো, হ্যাঁ, তোর ক্ষমতা আছে—

চিত্ত॥ আরে আমি আর এখন তোদের সেই ভেতো ভ্যাদভেদে বাঙালী নেই। এ্যায়সা এ্যাকটিং করব! পিকভোটের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। এখন তোর বৌ শেষরক্ষা করতে পারলেই হয়।

গীতিন॥ জয়ন্তীকে আমি সব শিখিয়ে রেখেছি। ওর ওপর আমার সে ভরসা আছে।

চিত্ত॥ তাহলে আমার ওপরেও ভরসা রাখতে পারিস।

গীতিন॥ বাড়িতে তোর মাকে আর বোনদের সব বুঝিয়ে বলে এসেছিস তো?

চিত্ত॥ হ্যাঁ হ্যাঁ।

গীতিন॥ পিকভোট হয়তো সন্দেহ করে তোদের বাড়ি অবধি ধাওয়া করতে পারে, তুই কিন্তু তোর নাম পরিচয় বাড়ির ঠিকানা সব সত্যি সত্যি বলবি, যাতে পিকভোট বিশ্বাস করে—

চিত্ত॥ ও সব তুই ভাবিস না। তবে হ্যাঁ ভাই, ভাল করে আমাকে খাওয়াতে হবে। জানিসতো আমি একটু খেতে ভালবাসি—

গীতিন ॥ সে তো মিষ্টির দোকানে তোর খাওয়া দেখেই বুঝলাম। প্রায় সের দেড়েক মিষ্টি তো গিললি।

চিত্ত ॥ মাহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মিষ্টি এ অঞ্চলের বিখ্যাত—তুইতো একেবারে কিছুই খেলি না—

গীতিন ॥ আমার ভাই মন মেজাজ ভালো নেই—

চিত্ত ॥ তা ঠিক, তোর মত হলে আমিই কি আর খেতে পারতাম? তবে কি জানিস, বৌয়ের চেয়ে খাওয়াটার ওপর আমার বেশি লোভ। [বাইরে গাড়ির আওয়াজ]

গীতিন ॥ চল তোর পিকভোটের দৌড় দেখে আসি।

[আলো সরে গেল পিকভোটের ঘরে। কথা বলতে বলতে পিকভোট আর জয়ন্তী প্রবেশ করে]

পিকভোট ॥ অবশ্যি তোমার বাবা যেটা চান সেইটাই আমি ভাল মনে করি। বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে বেস্ট। আর যদি মনে কর চাকরি করবে, সেটাও আমি তোমার বাবার সঙ্গে ডিসকাস করবো। Let's have some tea, আফটার টী লেটস্ গো ফর সাইট সীয়িং, এখানে একটা সুন্দর ঝর্ণা আর একটা দুর্গ আছে। আফটার সাইট সীয়িং রাত্রে চেম্বার্স অব কমার্সের ডিনার।

চিত্ত ॥ (বাইরে চিত্তের গলা) ভেতরে আসতে পারি?

পিকভোট ॥ বোর্ড অব কমার্সের দু' একজন আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমি আপত্তি করেছি। (বাইরে বক্‌বক্ আওয়াজ)—ইয়েস কাম ইন্।

[প্রবেশ করে চিত্ত]

চিত্ত ॥ উঃ, কোন্ রুমে আছিস আর খুঁজে খুঁজে পাইনে। শেষটায়

একজন বেয়ারা বলে দিলে এ-ঘরে আছিস তা কেমন আছিস জয়তী ?

জয়তী ॥ ভাল, তোমরা কেমন আছ চিত্তদা ? দাঁড়িয়ে রইলে কেন বোসো ! তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, ইনি মিঃ পি কে ভট্টাচারিয়া।

পিকভোট ॥ অলরাইট, অলরাইট, তুমি কি করে জানলে ও এখানে আছে !

চিত্ত ॥ (জয়তীকে) দাঁড়া, আমিই বলছি। (পিকভোটকে) আমি অবশ্য জানিনা আপনি কে ? আমি জয়তীর মামাতো দাদা চিত্তরঞ্জন তরফদার। এখানকার Government Food Department-এ চাকরি করি। জয়তী এখানে আসবার আগে চিঠি দিয়েছিল যে, ও-এখানে আসছে, উঠবে এই সারকিট্ হাউসে, তাই দেখা করতে এলাম, মানে, ইয়ে - মা বলে দিয়েছেন যে করেই হোক ওকে যেন আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই। (জয়তীকে) জয়তী, মা ভীষণ দুঃখ পেয়েছে। আমরা থাকতে তোর সারকিট হাউসে ওঠা ঠিক হয়নি। নে চল, গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে চল।

জয়তী ॥ আসলে আমি ভেবেছিলাম তোমাদের বাড়িতে উঠলে—

চিত্ত ॥ অসুবিধার কথা বলছিস—কিছু অসুবিধা হবে না—নে চল।

পিকভোট ॥ এ শহরে মামার বাড়ি থাকতেও তুমি সারকিট্ হাউসে উঠেছ···ইভ্ন মামাবাড়িতে চিঠিও দিয়েছিলে—

চিত্ত ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—

পিকভোট ॥ বী কোয়ায়েট প্লীজ। এতক্ষণে একবারও তো আমাকে বলনি তুমি ?

জয়তী ॥ না, মানে এমন অদ্ভুতভাবে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল যে আমাব একদম খেয়ালই ছিল না।

পিকভোট ॥ রিয়্যালি ? হুম। আপনার নাম এবং চাকরির ব্যাপারটা জানা গেল। জয়তী যে চিঠিটা লিখেছিল সেটাও সঙ্গে করে এনেছেন নাকি ?

চিত্ত ॥ না চিঠিটা সঙ্গে করে আনিনি। মার কাছে রয়েছে।

পিকভোট ॥ হুম, মায়ের কাছে। এ শহরে কোন্ এরিয়ায় আপনাব বাড়ি ?

জয়তী ॥ (তাড়াতাড়ি বলে ওঠে) আমি বলছিলাম কি চিত্তদা আজকেব দিনটা না হয আমি এখানে থাকি। কাল না হয়…

চিত্ত ॥ হ্যা-হ্যা সেই ভাল।

পিকভোট ॥ তার দরকার নেই। আমি এখনই সব মিটিয়ে ফেলছি (একটা সাদা কাগজে লিখতে থাকে) আপনার নাম চিত্তরঞ্জন ··· দফদাব—সারভিস গভর্নমেণ্ট ফুড ডিপার্টমেণ্ট, রেসিডেন্স—37 Green Park অলরাইট, আপনি বসুন, আমি একটা টেলিফোন করে আসি। বাই দি বাই, নাম্বার জানেন ?

চিত্ত ॥ কোথাকাব নম্বর স্যার ?

পিকভোট ॥ লোকাল থানার।

চিত্ত ॥ কেন স্যাব ?

পিকভোট ॥ একটা আইডেণ্টিফিকেশনের দরকার।

চিত্ত ॥ কার স্যার ?

পিকভোট ॥ আপনার। তাই আমি আপনার থানার আফিসারকে ডেকে, আপনাকে আইডেন্টিফাই করাব। দরকার হলে আগামীকাল পর্যন্ত দেখে জয়তীর বাবাকে কলকাতায় একটা ট্রাঙ্ককল করে তারপর যা করবার করব। এনিহাউ আপনি বসুন, আমি রিসেপশন থেকে নাম্বারটা জেনে আসি। (বেরিয়ে যায় পিকভোট)

চিত্ত ॥ ওরে বাবা, কী সর্ব্বনেশে লোকরে বাবা—কোতোয়ালীর বড়বাবু যে আমাকে চেনে।

জয়তী ॥ কোতোয়ালী কী?

চিত্ত ॥ থানা—থানা—পুলিশের থানা! ওরে বাবা, সব জানাজানি হয়ে এবার আমার চাকরিটা যাবে। আমাকে আপনি মাপ করবেন, আমি চললাম।

জয়তী ॥ (চমকে) সে কী? এতদূর এগিয়ে এখন কোথায় যাবেন? আমার পোজিশনটা ভাবুন। উনি আসা পর্যন্ত বসুন।

চিত্ত ॥ না না, আর বসে কাজ নেই (চিত্ত দরজার কাছে চলে যায়)

জয়তী ॥ যাবেন না, শুনুন, Please, (চিত্ত চলে যায়। পিকভোট একটু পরেই ঢুকলো)

পিকভোট ॥ এ কী! কোথায় গেল তোমার মামাতো দাদা? টেল মী হোয়্যার ইজ দ্যাট ম্যান?

জয়তী ॥ চলে গেছে।

পিকভোট ॥ চলে গেছে? হোয়াট! কেন চলে গেছে? পিসতুতো বোনকে নিতে এসে চলে যাবার মানে কী!

জয়তী ॥ ভীতু মানুষ, বোধ হয় পুলিশের কথা শুনে ভয় পেয়েছে।

পিকভোট ॥ কেন, ভয় কিসের ? আমি তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে চাইনি, টেস্ট করছিলাম। কেননা আমার কাছে ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছিল না। আই বেট নাউ, হি ইজ নট ইয়োর মামাতো দাদা। ইটস এ কনসপিরেসি—এ্যাণ্ড আই পিটি ইউ, গার্ল—আই পিটি ইউ, দ্যাট দিস ওয়ার্থলেস ম্যান ইজ ইয়োর—ইয়োর বয়ফ্রেণ্ড। ইয়োর লাভার—ছিঃ ছিঃ !

জয়তী ॥ (ঝাঁঝিয়ে) কে বলেছে আপনাকে, ও আমার লাভার—আমার বয়ফ্রেণ্ড ?

পিকভোট ॥ তবে ও কে ? কে ওই বাজে লোকটা ?

জয়তী ॥ (অবরুদ্ধ কান্নায়) আমি জানি না, আমি কিছুই জানি না।

[আলো সরে গেল পরবর্তী অধ্যায়ে]

চিত্ত ॥ গীতু, শিগগীর কেটে পর, পুলিশ আসছে। তুই আমাকে বাঘের মুখে ঠেলে দিয়েছিস !

গীতিন ॥ আরে ব্যাপারটা কী হয়েছে বলবি তো ?

চিত্ত ॥ আমার নাম ধাম চাকরি বাড়ির ঠিকানা সব ঠিকুজি নিয়ে পুলিশ অফিসারকে ডাকতে গেছে টেলিফোন করে।

গীতিন ॥ তাতে কী হয়েছে ? তুই দারোগাকে বলতে পারতিস জয়তী তোর মামাতো বোন। তাকে তুই নিতে এসেছিস। তোদের থানার দারোগাতো আর জয়তীকে চেনে না।

চিত্ত ॥ মাইরি আর কি—তারপর তোর শ্বশুরকে ডেকে এনে তুলবে আর সে যখন বলবে তার কোন শালা-সম্বন্ধি ত্রিভুবনে নেই,

তখন ? ওরে ফাদার, কী চেহারা মাইরী—একেবারে দাঁতকপাটি লেগে যাবার জোগাড়। এবার যদি পেছনে লেগে আমার চাকরিটা খায় তাহলেই হয়েছে, তার চেয়ে তুই গিয়ে পিকভোটের কাছে সব স্বীকার কর—ক্ষমা-টমা চেয়ে নে।

গীতিন॥ তুইতো মুখের কথা বলে দিলি। ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হতো, তাহলে আমি আগেই বলে দিতাম। পিকভোটকে তুই জানিস না।

চিত্ত॥ যা জেনেছি, তাই যথেষ্ট। আর আমার জানার দরকার নেই ভাই। হয়তো কাল অফিসে গিয়ে দেখবো আমার বিল্বিপত্তর শুকিয়ে গেছে। হুমদোমুখো বলে কিনা পুলিশ ডাকছি।

গীতিন॥ ব্যাপারটা ক্রমশঃ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কী করা যায় বলতো ?

চিত্ত॥ আমি তো বললাম, পিকভোটের কাছে গিয়ে সব খুলে বল।

গীতিন॥ সে একটা কী ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হবে তুই জানিস না! চাকরীটা তো যাবেই---একটা যাচ্ছেতাই অপমান টপমানও হতে পারে।

চিত্ত॥ ও যা লোক তা হতে পারে। ভয়ের চোটে আমার পেট অবধি ফাঁকা হয়ে গিয়েছে মাইরি। সব হজম—আবার ক্ষিদে পাচ্ছে—হ্যা, একটা পথ আছে—

গীতিন॥ কী ?

চিত্ত॥ আমাদের অফিসে কাজ করে রাণা চাটুজ্যে। ওর মাথায় খুব বুদ্ধি। চল, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। তোকে হয়তো

একটা রাস্তা বাতলাতে পারে। ও খুব উপকারী লোক। দেখবি ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেবে।

গীতিম॥ বেশ তবে তাই চল।

[আলোকিত হল পিকভোটের ঘর]

পিকভোট॥ মামাতো দাদা, হুম। এনি হাউ, ওসব কথায় আমি এখন আর যেতে চাই না! আমি নীপার কথা—মানে আমার ভাইঝির কথা বলতে চাইছি। আমার ভাইঝি নীপা, তোমার মতো ওর বয়স, অনার্স নিয়ে বি কম পাশ করেছে। ইচ্ছে আমারই মত সি. এ. পাশ করবে। নীপার একজন প্রেমিক ছিল; কোনোদিন সে জীবটিকে আমি চোখে দেখিনি। দীপাই আমাকে একদিন বলেছিল ওর দিদির, মানে নীপার, একটি বয়ফ্রেণ্ড আছে। দেখতে নাকি খুব সুন্দর, সেণ্ট জেভিয়াস' থেকে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিল। তারপর নীপা একদিন হঠাৎ ওর বন্ধুদের সঙ্গে দীঘায় বেড়াতে গেল! কিন্তু নীপা মিথ্যে কথা বলেছিল। যে মিথ্যে ওর জীবনে কাল হয়েছিল। এমন কি দীপাকেও সত্যি কথাটা বলে যায়নি! বন্ধুদের সঙ্গে যাবার নাম করে ও আসলে গিয়েছিল ওর সেই কি বলে দ্যাট আগলিয়েস্ট ওয়ার্থলেস প্রেমিকের সঙ্গে, আর সেই যাওয়াটাই নীপার শেষ যাওয়া।

জয়ন্তী॥ কেন, কি হয়েছিল?

পিকভোট॥ কী হয়েছিল জানিনা···নীপা ওয়াজ মার্ডার্ড!

জয়ন্তী॥ মার্ডার্ড?

পিকভোট॥ ইয়েস···মার্ডার্ড। প্রেম করতে বাড়ি থেকে মিথ্যে বলে

বেরিয়েছিল মেয়েটা, এই পশ্চিম দেশেরই অন্য একটা শহরে রেল লাইনের ধারে নীপার ডেডবডি পাওয়া যায়। আসলে ওর প্রেমিকটির দরকার হয়েছিল, তার জীবন থেকে নীপাকে সরাবার। কারণ অন্য কোনো প্রেমিকা তার জীবনে এসে গিয়েছিল। টু গেট রিড অব হার হি কিল্‌ড্‌ হার……

জয়তী ॥ তারপর?

পিকভোট ॥ তারপর আর কী? আর কিছুতে দরকারই বা কী? আমরা নীপাকে হারিয়েছি।

জয়তী ॥ আর সেই খুনী, নীপাকে যে মেরেছিল, তার কি হল?

পিকভোট ॥ ফাঁসি হয়নি, শুনেছি এখনো জেলে আছে, তাতেই বা আমাদের কী? সে জেলের বাইরে থাকলেই বা আমাদের কী ছিল? সান্ত্বনা একটাই, অন্য কোন মেয়ের ক্ষতি সে করতে পারলো না। ভবিষ্যতে হয়তো একদিন করবে আবার।

জয়তী ॥ কিন্তু আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন আমি সে-রকম কিছু…

পিকভোট ॥ আই ডোণ্ট বিলিভ। ডোণ্ট ট্রাই টু কনভীনস্‌ মী, ইউ গার্ল। ইউ প্লেড এ ট্রিকি গেম, জাস্ট বিফোর এ্যান আওয়ার। হেল ইউথ ইয়োর মামাতো দাদা। ও বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই—আমি কিছু বলতে চাই—আমি কিছু করতে চাই। সামথিং পজিটিভ—

জয়তী ॥ করতে চান? কী?

পিকভোট ॥ সেটা আমি এখন বলতে পারছি না, দেয়ার ইজ সামথিং ফিশি। ওয়েট, আই বিকেম সেন্টিমেন্টাল আই অ্যাম কামিং।

[পিকভোট বাইরে বেরিয়ে যায়। পিকভোটের ঘরে জানালার পাশ থেকে গীতিন জয়তীকে ডাকে]

গীতিন ॥ জয়তী !

জয়তী ॥ তুমি ?

গীতিন ॥ শোনো, চিত্তর ব্যাপারে কী ঘটেছে !

জয়তী ॥ তোমার চিত্ত আমাকে ডুবিয়েছে। যদিও উনি এখনো ব্যাপারটা ধরতে পারেন নি তবে এটা যে একটা কনসপিরেসি সেটা বুঝতে পেরেছেন। উনি ভেবেছেন তোমার ওই চিত্ত আমার প্রেমিক, তার সঙ্গে আমি কলকাতা থেকে পালিয়েছি। ওগো শোনো, আমি আর পারছিনা এ-ভাবে। তুমি আমাকে রক্ষা করো—

গীতিন ॥ আজকের রাতটা লক্ষ্মীটি—তারপরেই (পিকভোট প্রবেশ করে)

পিকভোট ॥ কী হল ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? কার সঙ্গে কথা বলছ (গীতিন চকিতে সরে যায়) কে ? কে ওখানে ?

জয়তী ॥ কোথায় ?

পিকভোট ॥ ঐ যে সট করে সরে গেল।

জয়তী ॥ কই, কেউ নাতো—

পিকভোট ॥ মনে হল ওখানে কেউ রয়েছে তুমি কথা বলছ।

জয়তী ॥ কিন্তু আমি তো লক্ষ্য করিনি—কারুর সঙ্গে কথাও বলিনি—

পিকভোট ॥ হুম, নো মোর। দিস ইজ হাই টাইম ফর দ্য ডিনার অফ বোর্ড অফ কমার্স'। লেট আস গো।

[আলো সরে গেল—গীতিন, বেয়ারা]

বেয়ারা ॥ মন খারাপ করে কী করবেন বাবু? মেমসাহেব খোদ যখন বহাল তবিয়তে আছে আপনি কেনো দুঃখ পাচ্ছেন ?

গীতিন ॥ বহাল তবিয়তে মানে ?

বেয়ারা ॥ মেমসাহেব তো সাজছেন, সাহেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, খানাপিনা করছেন। বাবুজী আউরত লোগ ওয়সাহি হোতা হ্যায়। আপনার দিকে চায়না লেকিন আপনি কেনো দুঃখ করেন। আঁখ ঘুরিয়ে নিন।

গীতিন ॥ তুম বুদ্ধু হ্যায়। তুম কাঁচকলা জানতা হ্যায়।

বেয়ারা ॥ তা হোতে ভি পারে বাবু, মগর আপনার আঁখ দিয়ে… …

গীতিন ॥ ও সব মগর টগর ছোড়। হমকো দরিয়ামেঁ ডুবাকে আভি উপদেশ দেনে আয়া—যাও ভাগো হিয়াঁসে।

বেয়ারা ॥ বিবি ছুট গ্যয়ি না ইসলিয়ে দিমাক কুছ খারাপ হোগ্যায়ে।

[বেয়ারা চলে যেতে গীতিন কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে থাকে, আলো কমে আসে।]

তৃতীয় দৃশ্য

[সকাল বেলা। মঞ্চ ফাঁকা। বাইরে থেকে প্রবেশ করে পিকভোট আর জয়ন্তী]

পিকভোট ॥ ওয়াণ্ডারফুল ঝর্ণাটা আই মীন স্প্লেনডিড। ঐ ঝর্ণা থেকেই কী বলে···বয়ে যাচ্ছে প্রবল আই মীন প্রবল বেগে বয়ে চলেছে···কত ভিলেজ আই মীন···মানে ভেতরে ভেতরে···বুঝি বলতে পারি না।

জয়ন্তী ॥ আপনি গ্রাম গ্রামান্তরের কথা—

পিকভোট ॥ ইয়েস, ইয়েস। কত গ্রাম গ্রামান্তরের ওপর দিয়ে কল-কল-ক-ল—পরে একটা কী কথা যেন আছে বলতে পার ?

জয়ন্তী ॥ কলকল নাদে।

পিকভোট ॥ নাদে ইয়েস নাদে-কলকল নাদে। কিন্তু না! আমি ঠিক বলতে পারি না। আই মীন টু সে ঐ নেচার মানে প্রকৃতি—ওর মধ্যে যে বিশাল শক্তি, পাওয়ার রয়েছে সেইটে বুঝতেহবে—এই প্রকৃতির সঙ্গে আমরা—আমরা নারীদের তুলনা করেছি তাই না ? একবার ভাব হোয়াট এ কনসেপশন অব আওয়ার ইণ্ডিয়ান উয়োমেন···বসো। (ওরা দুজনে বসে। জয়ন্তী চুপ করে বসে থাকে। পিকভোট গুন গুন করে গান গাইতে শুরু করে।)

বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে

কী সুন্দর কবির ভাষা—কী মহান তার আশা। আই মীন কি বিরাট তার কল্পনা (আবার গান গাইতে আরম্ভ করে)

হও ধরমেতে ধীর
হও করমেতে বীর
হও উন্নত শির
নাহি ভয়—
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান
হও সবে আগুয়ান
সাথে আছে ভগবান
হবে জয়—

নাঃ আমার গলায় গান আসে না। তুমি, মানে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই ভাল গান করতে পার?

জয়তী॥ না তো?

পিকভোট॥ হুম, আমার মনে হয় মেয়েমাত্রেই গাইতে পারে। মানে গলাটা বেশ soft হয়তো, তুমিও নিশ্চয়ই পারো।

জয়তী॥ কিন্তু বিশ্বাস করুন, সত্যি আমি গাইতে পারিনা, একদম জানি না। না মানে ওই আর কি, একটু আধটু।

পিকভোট॥ তাহলেও গাও। এদিককার অ্যাট্‌মসফিয়ারটা···এসব সময় গান-টান শুনতে বেশ ভাল লাগে। মানে লাগা উচিত··· একদম জানো না তাহলে আর কি হবে। তা সকলে আর তো সব কিছু জানে না। তবে আজকাল তো সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। আমরা কিন্তু আমাদের ছোট বেলায় অতুলপ্রসাদ গাইতাম। জীবনটা আই মীন খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার··· (হঠাৎ) মামাতো দাদার ব্যাপারটা অবশ্যি আমি জানিনা তবু

জিজ্ঞেস করছি তুমি নিশ্চয়ই বিয়ে-টিয়ের কথা চিন্তা কর? মানে নরমালি যা হওয়া উচিত।

জয়তী ॥ হ্যাঁ…

পিকভোট ॥ গুড, দ্যাট ইজ গুড। নীপা—আই মীন আমার সেই দুর্ভাগা ভাইঝির কথা বলছি। প্রায়ই আমার পেছনে লাগতো। বলতো, "কাকামণি তুমি বিয়ে করছ না কেন?" বড়মুখফোড় মেয়ে ছিল। বলতো "নিশ্চয়ই তুমি হতাশ প্রেমিক"—হাঃ হাঃ হাঃ! আচ্ছা তোমারও কি তাই মনে হয়?

জয়তী ॥ কী?

পিকভোট ॥ এই মানে বিয়ে না করার কারণ।

জয়তী ॥ কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না।

পিকভোট ॥ হুম, ইয়ে—তোমার কি মনে হয়—আমি এখনো বিয়ে করতে পারি?

জয়তী ॥ তা কার কি রকম মনের জোর।

পিকভোট ॥ একটু রেস্ট নিয়ে নাও…আবার কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করতে হবে।

[জয়তী পাশের ঘরে চলে আসে। পিকভোট সকালের ইংরাজি পত্রিকা পড়তে থাকে—গীতিন ছুটে এসে জয়তীকে জড়িয়ে ধরে। আলো পিকভোটের ওপর থেকে কমে এসে এদের ওপর জোর হয়।]

জয়তী ॥ আঃ, দাঁড়াও দাঁড়াও পড়ে যাব।

গীতিন ॥ পিকভোট এখন কি বলছে?

জয়তী ॥ বলছে, কলকাতার ব্যাঙ্কে ট্রাঙ্ককল করবে।

গীতিন ॥ না না, এটা যেমন করেই হোক রুখতেই হবে।

জয়তী ॥ আমার কথা যদি না শোনেন ?

গীতিন ॥ একটা কিছু কায়দা করে আটকাবে—ইন দা মীন টইম আমি রাণাদা বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। সে এখানকার লোক, খুব—

জয়তী ॥ সে আবার কে ?

গীতিন ॥ চিত্তদের অফিসে কাজ করে—দারুণ ইনটেলিজেন্ট।

জয়তী ॥ তাহলেই হয়েছে—তোমার চিত্ত তো চিত্তির করে গেল।

গীতিন ॥ ব্যাটা চিত্ত একটা ভল্লুক···কিন্তু ট্রাঙ্ককল স্টপ কর—ভালয় ভালয় যদি জানাজানি না করে কেটে পড়া যায় সেটাই আগে দেখতে হবে—উঃ কী গেরোতে পড়লাম বাবা !

জয়তী ॥ হ্যাঁ শোনো, আর এক কাণ্ড। উনি লাঞ্চের পর এখান থেকে চলে যাবেন তিনশমাইল দূরে—আমকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন প্লেনে করে।

গীতিন ॥ সর্বনাশ। বল কী ! তুমি আপত্তি করবে না ?

জয়তী ॥ আমার আপত্তি শুনবে কেন। জানো কি বলেছেন ? আমি যদি পালাই তাহলে উনি এয়ার ল্যাণ্ডিং থেকে প্রত্যেকটি রেলওয়ে স্টেশন সমস্ত হাইওয়ে সবখানে পুলিশকে জানিয়ে দেবেন।

গীতিন ॥ হ্যাঁ, পিকভোট তা পারে। তাহলে এখন উপায় ? প্লেনে নয় তুমি যেমন করেই হোক ওকে মোটরেই যেতে রাজি কর—বাই রোড। তুমি বলবে প্লেনে উঠলেই তোমার শরীর খারাপ

হয়। ঘন ঘন বমি হয়- তার মধ্যে আমি দেখছি রাণাদা কি বলে। তোদের পেছনে পেছনে গাড়ি নিয়ে আমি তো আছিই। আর শোনো ওখানে গিয়ে পিকভোটকে যে করেই হোক কিছুক্ষণের জন্য বাইরে পাঠাতে হবে, সেই সুযোগে—

জয়ন্তী ॥ তার চেয়ে তুমি ওকে বলে দাও না—উনি তো আর বাঘ নন। তোমাকে খেয়ে ফেলবে না।

গীতিন ॥ আমাকে খাবেন না—আমার চাকরীটা খাবেন—এ ব্যাপারে পিকভোট বাঘ।

জয়ন্তী ॥ কিন্তু উনি তোমাকে ভালবাসেন। তোমার নাম করে বলছিলেন অফিসের সেই ছোকরা নাকি ওকে ডুবিয়েছে।

গীতিন ॥ তবেই বুঝে দেখ—

[পিকভোটের গলা "জয়ন্তী", "জয়ন্তী"]

ঐ ব্যাটা হুমদোমুখো ডাকছে। যাও যাও হুমদো তোমাকে চোখের আড়াল হতে দেবে না।

[গীতিন চলে যায়। জয়ন্তী পিকভোটের ঘরে ঢোকে]

পিকভোট ॥ (জয়ন্তীর মুখের দিকে চেয়ে) কী ব্যাপার তুমি বিছানায় মুখ ঘসছিলে নাকি ?

জয়ন্তী ॥ কৈ না তো।

পিকভোট ॥ তবে ঠোঁটের রং মুখময় লাগলো কি করে, টিপটাও তাড়াবাঁকা দেখাচ্ছে—আশ্চর্য ! শোনো আফটার লাঞ্চ আমরা স্টার্ট করব—ঠিক ঢুটোয় আমাদের ফ্লাইট।

জয়ন্তী ॥ আমি একটা কথা বলছিলাম।

পিকভোট ॥ কি কথা ?

জয়তী ॥ আমি একেবারেই প্লেনে উঠতে পারি না। আমার মাথা ঘোরে। আর কনস্টাণ্টলি বমি হতে থাকে।

পিকভোট ॥ স্ট্রেঞ্জ, তাই নাকি !

জয়তী ॥ হ্যাঁ মানে···

পিকভোট ॥ হুম, তাহলে আমাদের বাই রোড যেতে হবে ট্রেনের থেকে অনেক আগেই যেতে পারবো। ইট্ মীনস্ বাই কার, ইট উইল টেক অ্যাবাউট ফোর আওয়াস' টু রীচ। প্লেনে গেলে এক ঘণ্টার মধ্যেই যাওয়া যেত। এনি হাউ তোমার যখন কষ্ট হয়—হোয়াট ক্যান বী ডান—আমাদের এক ঘণ্টা আগেই বেরুতে হবে। ওহো ফোনটা করা হোলো না, আমি এক্ষুণি আসছি।

জয়তী ॥ আপনি কোথায় যাচ্ছেন, মানে কোথায় ফোন করছেন ?

পিকভোট ॥ কলকাতায় তোমার বাবার ব্যাঙ্কে টেলিফোন করতে।

জয়তী ॥ মানে আমি বলছিলাম, বাবা যদি হঠাৎ এরকম ট্রাঙ্ককল পান, ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়বেন। তাই···যদি—

পিকভোট ॥ আমি তোমার বাবাকে সব বুঝিয়ে বলব যাতে তিনি নার্ভাস না হন। তিনি তো জানেনই তুমি বাইরে বেড়াতে এসেছ।

জয়তী ॥ তা জানেন, তবু মানে আপনি একটু ভেবে দেখুন—হঠাৎ এরকম একটা ট্রাঙ্ককল পেলে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। বিশেষত আমার বাবা ভীষণ নার্ভাস টাইপের—বাবার আবার হাই প্রেসার আছে—তাছাড়া আমিতো আপনার সঙ্গেই রয়েছি।

কোথাও তো যাচ্ছি না। এখন না হয় বাবাকে ট্রাঙ্ককল নাই করলেন।

পিকভোট ॥ হুম। এনি হাউ আমি ট্রাঙ্ককল করছি না! বোধহয় বাবাকে জানাতে তোমার কোনো অসুবিধে আছে! অলরাইট! ড্রাইভারকে আমি গাড়িটা দেখে শুনে রাখতে বলি।

মিঃ গুপ্তা ॥ (নেপথ্যে) ভেতরে আসতে পারি ?

পিকভোট ॥ ইয়েস; কাম ইন।

মিঃ গুপ্তা ॥ স্যার Last moment-এ প্রোগ্রাম একটু চেঞ্জ করা হয়েছে—মানে মিনিস্টার আগামীকাল সকালেই চলে যাচ্ছেন। তাই আপনাকে request করেছেন কালকের মিটিংটা যদি আজ রাত্রিতে cover I mean আফটার ডিনার হয় তবে ওর পক্ষে খুব সুবিধে—উনি বলেছেন যে আপনার হয়তো খুবই কষ্ট হবে কিন্তু যদি দয়া করে—

পিকভোট ॥ অলরাইট, মিনিস্টার বলে কথা। এরকম শেষ মুহূর্তে প্রোগ্রাম চেঞ্জ হওয়া খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়, এনি হাউ আই উইল কাম ব্যাক হিয়ার এ্যাট নাইন পি. এম-- দেন ডিনার। আফটার ডিনার এ্যাট টেন আই উইল গো টু মিট ইয়োর মিনিস্টার।

মিঃ গুপ্তা ॥ থ্যাঙ্ক ইউ স্যার—এ ইনভিটেশন ফ্রম দি মিনিস্টার ফর ইউ অ্যাণ্ড ইয়োর রিলেটিভ মিস জয়তী ঘোষ অ্যাট ডিনার (একটা চিঠি দেয়)

জয়তী ॥ভোট ॥ ওকে ও-কে। উই আর এ্যাকসেপটিং ইয়োর মিনিস্টার

পিকভোনভিটেশন। তাহলে আজ আর যাওয়া হচ্ছেনা।

মিঃ গুপ্তা ॥ স্যার কালকের ডিনার পার্টিতে আমাদের ফটোগ্রাফার মিস ঘোষের একটা ছবি তুলেছে। আমি সেই ছবিটা ওকে প্রেজেণ্ট করতে চাই। আই অ্যাম শিয়োর যে ছবিটা মিস ঘোষের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে (জয়তীর একটা ছবি দেয়)

পিকভোট ॥ ও ফাইন—লুক জয়তী হাউ বিউটিফুল মেইডেন ইয়ু আর (ওকে ছবিটা দেয়) বাট আই উইল কীপ ইট টু মী, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড—অলরাইট মিঃ গুপ্তা ইউ মে গো।

মিঃ গুপ্তা ॥ Thank you sir.

[মিঃ গুপ্তা চলে যায়]

পিকভোট ॥ আমি ড্রাইভারকে বলে আসছি—

[পিকভোট বেরিয়ে যায়]

জয়তী ॥ আঃ সঙ্কট মোচন কর ভগবান, আর পারছি না!

[Light shifted to গীতিন, রাণা, চিত্ত]

চিত্ত ॥ আমি বলছিলাম কি রাণা দা।

রাণা ॥ দেখ চিত্ত, এটা তোর চার ডজন রুটী গেলা নয়—চুপ করে থাক—গীতিন বাবু একটা কথা জানা দরকার।

গীতিন ॥ কী কথা রাণাদা—

রাণা ॥ আপনার বৌকে নিয়ে লোকটা কী প্লেনে যাচ্ছে না বাই রোডে যাচ্ছে সেই বুঝে এগুতে হবে।

গীতিন ॥ আজ্ঞে বসির বলছিল—

রাণা ॥ বসির কোন পার্টি।

গীতিন ॥ পার্টি মানে!

রাণা ॥ মানে কোন দলের।

গীতিন ॥ ও আমাদের দলের। পিকভোট বাই রোডে যাচ্ছে।

রাণা ॥ গুড—প্ল্যান আমার মাথায় এসে গেছে সেটা ওয়ার্ক আপ করতে হবে।

গীতিন ॥ কী-সেটা ?

রাণা ॥ ওয়েট—ওয়েট—চিত্ত তুই একবার আমাদের মহল্লায় যা—সেখানে লোটনের পুরীর দোকানে কেস্ট আর বুধিয়াকে পাবি। ওদের বলবি এখুনি যেন এখানে চলে আসে। অ্যাকশনে যেতে হবে। না থাক যাবার সময় ওদের তুলে নিয়ে যাব বুঝলেন গীতিনবাবু। অমন যে রাবণ সেই সীতা হরণ করে হজম করতে পারলোনা আর এতো সামান্য লগবোট ?

গীতিন ॥ আজ্ঞে লগবোট ?

রাণা ॥ তাই তো নাম বললেন ?

গীতিন ॥ না—না, পিকভোট—মানে পি, কে, ভট্টাচারিয়া—

রাণা ॥ ত্যুর মশাই, ঐ লগবোট আর পিকভোট একই ব্যাপার—

গীতিন ॥ ঐ রাবণ সীতা যা বলেছিলেন আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক তা নয় রাণাদা।

রাণাদা ॥ অব কোর্স একই ব্যাপার। বউ নিয়ে চলে যাবে ! হতে পারে সে আপনার ডিরেক্টর—ডিক্টেটর তো না—

গীতিন ॥ রাণাদা আপনার প্ল্যানটা কি মানে জানতে পারলে···

রাণাদা ॥ অ্যাকসিডেন্ট--

চিত্ত ॥ অ্যাকসিডেন্ট···মানে···

রাণাদা ॥ হ্যাঁ অ্যাকসিডেন্ট চাই—গাড়িতে ঠোক্কর লেগে হোক বা যে-ভাবেই হোক ঐ লগবোটকে কাবু করে ফেলতে হবে।

গীতিন ॥ তার মানে!

রাণাদা ॥ তার মানে লগবোট অ্যাকসিডেণ্টে কাবু হয়ে পড়ে থাকবে সেই ফাঁকে আপনি বউকে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবেন।

গীতিন ॥ না—না—ওরকম কিছু করতে যাবেন না।

রাণাদা॥ তাছাড়া উপায় নেই। লগবোট মাথা ফাটিয়ে বা যে-ভাবেই হোক হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে থাকবে—সেই সীতা উদ্ধার—

গীতিন ॥ কিন্তু শুনুন, গাড়ির যদি কিছু হয় তাহলে আমার স্ত্রীরও তো অ্যাকসিডেণ্ট হবে—

রাণা ॥ এই বউ—বউ করেই বাঙ্গালী জাতটা গেল। মশাই, বউ মরলে আবার বে করতে পারবেন কিন্তু ইজ্জত—ইজ্জতের লড়াইটা আগে। বউ নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না—এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ঘাটের রোড শুরু। গাড়িতে গাড়ি ভিড়িয়ে অ্যাকসিডেণ্ট করলে সবাই মরে যেতে পারে। তাই ঘাট রোডের পাহাড়ী নিরালা রাস্তায় লগবোটের গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্যাঁদাতে হবে—আপনি তখন কাছেই অন্য জায়গায় লুকিয়ে থাকবেন··· আঃ বুঝলেন না? লোকে বলবে ডাকাত আর ছিনতাই পার্টির ব্যাপার। ব্যস লগবোটকে নিয়ে ওর ড্রাইভার এ-শহরে ফিরে আসবে। সেই ফাঁকে আমি আপনার বউকে নিয়ে লম্বা—

গীতিন ॥ আপনি? ইমপসিবল, এ-হতে পারে না।

রাণাদা ॥ হতেই হবে। উপকার যখন চেয়েছেন তখন আপনি রাজী থাকুন বা না থাকুন উপকার করতেই হবে—চল চিত্ত আমি রেডি হয়ে আসছি—আপনি রেডি হয়ে নিন—

[চিত্ত ও রাণাদা চলে যায়]

গীতিন ॥ এ কি ফ্যাসাদে আবার পড়া গেল রে বাবা—এ যে খুনে ডাকাত !

[Light shifted to other part.]

পিকভোট ॥ (একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে) জয়তী !

জয়তী ॥ কি ?

পিকভোট ॥ কি খুব টায়ার্ড লাগছে ?

জয়তী ॥ না ঠিক টায়ার্ড নয়, মানে একটু—

পিকভোট ॥ ও শিয়োর শিয়োর। তুমি একটু রেস্ট নিয়ে নাও। আফটার অল বাঙালী ঘরের মেয়ে তো—যতই মর্ডান হোক না কেন এই রকম অবস্থায় বেশীক্ষণ স্ট্যাণ্ড করতে পারে না। হাউ এভার তুমি ওঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও গে—

জয়তী ॥ না না সে রকম কিছু না—কী রকম বোরড ফীল করছি—আর কি—আমি একটু আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়ে আসব ?

পিকভোট ॥ বেড়িয়ে আসবে কোথায় ?

জয়তী ॥ মানে এই সারকিট হাউসের বাগানে।

পিকভোট ॥ এখন ঠাণ্ডা হাওয়া শরীরের পক্ষে ইঞ্জুরিয়াস—তাছাড়া রাত হয়েছে—

জয়তী ॥ চারদিকে বেশ ইলেকট্রিক আলো আছে, একটু হাঁটা-চলা করলে অনেকটা রিলিফ পেতাম।

পিকভোট ॥ না, এখন আর যেও না—রাত হচ্ছে বরং এসো একটু বসে গল্প করা যাক।

[পিকভোট চুরুট ধরাতে থাকে। একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যায় জয়তীর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে]

…আমি জানি না তোমার সঙ্গে আমার এই দেখা হওয়াটার রেজাল্ট কি তুমি কি মনে কর ?

জয়তী ॥ কি বলব বলুন—ভালই তো—

পিকভোট ॥ হুম, ভালই, তা ঠিক—আচ্ছা মানুষ কি চায়--

জয়তী ॥ আজ্ঞে তাতো ঠিক—

পিকভোট ॥ আমার মনে হয় মানুষ—মানুষ চায়—আচ্ছা আমাকে তোমার কি মনে হচ্ছে বলতো ?

জয়তী ॥ (চমকে) কি আবার—মানে—

পিকভোট ॥ কি রকম মনে হচ্ছে ?

জয়তী ॥ ভালই তো।

পিকভোট ॥ হুম, তোমরা 'ক' ভাই বোন ?

জয়তী ॥ দু ভাই দু' বোন ?

পিকভোট ॥ বোন ছোট না বড় ?

জয়তী ॥ ছোট।

পিকভোট ॥ গুড্, আমি তাই চাইছিলাম—কলকাতায় ফিরেই সময় করে তোমার বাবার সঙ্গে একদিন দেখা করতে হবে।

জয়তী ॥ (অনুচ্চস্বরে) হে ভগবান, এ-আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ।

পিকভোট ॥ কি ? কিছু বলছ ?

জয়তী ॥ না তো।

পিকভোট ॥ হুম। এভাবে—মানে কোনো মানেই হয় না—আই মীন

এই জীবনটার কোনো মানেই হয় না—একা একা সব যেন কেমন একটা···কি বলবো ফাঁকা অর্থাৎ শূন্যতা—আমার বাড়ি গাড়ি ব্যাঙ্কের টাকা···নীপাটা ওভাবে গেল, আমার বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে গেল। দীপাটা স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় গিয়ে বসে রইল··· আমার সব ফাঁকা। [জয়তীর পিছনে গিয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে] তোমাকে মানে আমার বেশ এদিক থেকে তোমাকে পেয়ে আমার মনটা ভালই লাগছে। বেশ একটা কি বলব, আমার আবার ঠিক কথাবার্তা আসে না অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি সারাজীবন তোমাকে আমার কাছে পেলে মানে আমার কাছে রেখে দিতে পারলে খুব ভালো হয়। তোমার বাবাকে গিয়ে বলব আপনার একটা দায়িত্ব আমাকে দিন মশাই - সবটাই নিজেরা করবেন না। তবে হ্যাঁ মানে—আমি কাউকে বরের সঙ্গে আমেরিকায় গিয়ে—ইউরোপে গিয়ে থাকতে দেবো না - নো আই কাণ্ট। স্বার্থপরের মতো সবাইকে ঘরে আমার চারপাশে আটকে রাখবো···

[কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধ। জানলায় একটা ছবি দেখে চিৎকার করে ওঠে]

কৌন হ্যায়, কৌন···বেয়ারা, চৌকিদার উসকো পাকড়ো।

[Light shifted to গীতিনের ঘর। রাণা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকছে]

রাণা ॥ ওরে Father—ব্যাটা কি সেয়ানা! অন্ধকারে ঠিক ঘাপটি মেরে বসে বসে সব দিকে নজর রেখেছে। অন্ধকারে বেমক্কা খানায় পড়ে গোঁড়ালিটা বোধ হয় মচকেই গেছে।

গীতিন ॥ আপনাকে বারণ করলাম। তবু আপনি গেলেন কেন ?

রাণা ॥ আরে মশাই আপনার ওয়াইফকে ভরসা দিতে গেছিলাম, বোঝাতে গেছলাম ওর কোনো ভয় নেই। আমি রয়েছি।

গীতিন ॥ সব দিক বিবেচনা না করে ভরসা দিতে গেলেই হল— তাছাড়া আমার ওয়াইফকে ভরসা দিতে কে আপনাকে বলেছে ?

রাণা ॥ (চিৎকার) What—what do you…

গীতিন ॥ না মানে ইয়ে যদি ধরা পড়ে যেতেন কি সর্বনাশ হতো বলুন তো ?

রাণা ॥ একটা কাউয়ার্ডের সঙ্গে আমি কথা বলতে রাজী নই। উঃ গোঁড়ালীটা কি টন টন করছে রে বাবা।

গীতিন ॥ সেইজন্যই তো বলছি নিষেধ না শুনে শুধু শুধু কষ্ট পেলেন।

রাণা ॥ থাক থাক, সে সব আমি বুঝব—মোটের ওপর আপনার বউকে আমি লগবোটের কাছ থেকে স্ন্যাচ করবই।

গীতিন ॥ স্ন্যাচ ?

রাণা ॥ হ্যাঁ স্ন্যাচ—ছিনিয়ে নিয়ে আসব। আঃ পাটা গেছে দেখছি। গেছে। আমি ঐ লগবোটকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেবো—

গীতিন ॥ এমন কাজ করবেন না রাণাদা, সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনাকে আমাকে দুজনকেই জেলে যেতে হবে।

রাণা ॥ হোক কিন্তু নারীর অপমান সইব না।

গীতিন ॥ কে বলল আপনাকে নারীর অপমান হয়েছে ?

রাণা ॥ আপনি কাউয়ার্ড। ঐ হুমদোকে দেখলাম আপনার ওয়াইফের মাথায় হাত বোলাতে।

গীতিন ॥ উনি বুড়ো মানুষ মাথায় হাত দিয়ে কথা বলেছেন ওতে কোন দোষ হয় না।

রাণা ॥ আমি বলছি হয়। লগবোটকে—

গীতিন ॥ পিকভোট—

রাণা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনার ঐ পিকভোটকে আমি ছাড়বো না—

গীতিন ॥ আমি আপনার কোন উপকার চাই না আপনি চলে যান।

রাণা ॥ যাব না। আমি যখন বলেছি উপকার করব তখন যেভাবেই হোক করব।

[যেতে উদ্যত হয়]

গীতিন ॥ কোথায় যাচ্ছেন ?

রাণা ॥ আপনার বউকে স্ন্যাচ করতে।

গীতিন ॥ না যাবেন না (গীতিন রাণাকে জাপটে ধরে রাণা তাকে ছিটকে ফেলে দিয়ে যেতে গিয়ে পায়ের যন্ত্রণায় বসে পড়ে)

[Light shifted to পিকভোটের ঘরে]

পিকভোট ॥ শোনো রাত দশটা বাজতে আর কুড়ি মিনিট বাকি আছে, গভরর্নর হাউসে একটা ডিনার কভার করতে হবে ঠিক দশটায়। রেডি হয়ে নাও।

জয়তী ॥ আমি না গেলে হয় না—

পিকভোট ॥ হুম। না গেলে মানে ? Don't you know I have accepted this invitation.

জয়তী॥ জানি, কিন্তু জানেন আমার শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে। তাই বলছিলাম আপনি যান, আমি···

পিকভোট॥ শরীর খারাপ, সে কি! (গায়ে হাত দিয়ে) আই সী. দাঁড়াও আমি একটা ডাক্তার অ্যারেঞ্জ করি।

জয়তী॥ না—না, ডাক্তার ডাকার মতো সে রকম কিছু নয়—এমনি কি রকম যেন গা বমি বমি করছে।

পিকভোট॥ হুম—অলরাইট। তুমি রেস্ট নাও—আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি—খিদে পেলে খেয়ে নিও, আমি বেয়ারাকে বলে যাচ্ছি।

জয়তী॥ আচ্ছা।

[পিকভোট চলে যেতেই প্রবেশ করে গীতিন। কিন্তু জয়তীকে কিছু বলে না। ওর দিকে তাকিয়ে থাকে]

জয়তী॥ কি হল, অমন করে কি দেখছো? কি হয়েছে?

গীতিন॥ একটু নতুন লাগছে তাই। যাই হোক তুমি বোধ হয় পিকভোটের সঙ্গেই কলকাতায় ফিরবে?

জয়তী॥ পিকভোটের সঙ্গে? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? তাহলে তো সব ফাঁস হয়ে যাবে।

গীতিন॥ গেলেইবা, পিকভোট তোমাকে কিছু বলবে না।

জয়তী॥ তার মানে?

গীতিন॥ এখন তো তোমার সঙ্গে ওর বেশ ভাব হয়ে গেছে—গায়ে মাথায় হাত দিয়ে আদর-টাদর করছেন।

জয়তী॥ (অবরুদ্ধ কান্নায়) তুমি কি বলছো? এমনভাবে একথা বলতে পারলে? উনি আমাকে ওঁর মেয়ের মতো···আর তুমি—

গীতিন ॥ কার মতো বললে জয়তী....জয় আমার অন্যায় হয়ে গেছে—Please ক্ষমা করো। আমি মানে...ঠিক বুঝতে পারিনি —বুঝতেই পারছ এতো টেনশনে আমার মাথার ঠিক নেই। নাউ গেট আপ, আমাদের এই সুযোগে এক্ষুণি পালাতে হবে - গাড়ি ready.

জয়তী ॥ এক্ষুণি !

গীতিন ॥ শিয়োর। এই chance ছাড়লে আর scope পাওয়া যাবে না। হ্যারি আপ।

জয়তী ॥ পথের মধ্যে কোনো গোলমাল হবে না তো ?

গীতিন ॥ এত সহজ না। আমার সঙ্গে আমার গাড়ির লাইসেন্স রয়েছে। তুমি আমার বিয়ে করা বউ। আমাদের কেউ সন্দেহ করবে না। এই সুযোগে যদি না পালাই তাহলে কলকাতায় গিয়ে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

[রাণা মুখ বাড়িয়ে বলে]

রাণা ॥ প্রেমালাপ তাড়াতাড়ি সারুন। হাতে সময় বেশি নেই। ঐ লগবোট যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে—

জয়তী ॥ উনি কে ? ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন ?

রাণা ॥ আমার নাম রাণা চাটুজ্যে। আপনার ঐ হাফকেষ্ট স্বামীর উপকার করতে এখানে পাহারা দিচ্ছি।

জয়তী ॥ কিন্তু উনি এসে যে আমায় খোঁজাখুঁজি করবেন ?

গীতিন ॥ আঃ, তুমি জ্বালালে—আর তোমাকে পেলে যে কলকাতায় গিয়ে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি করবেন—Let's go.

জয়তী ॥ দাঁড়াও, ওকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে যাই।

গীতিন ॥ কি লিখবে? তুমি তোমার স্বামী গীতিন ঘোষের সঙ্গে পালাচ্ছ?

জয়তী ॥ না গো না, এখনি চলে যাচ্ছি। আমায় যেন খোঁজাখুঁজি না করেন। আমায় যেন ভুল না বোঝেন—

গীতিন ॥ বেশ, যা করবার তাড়াতাড়ি করো। [বেয়ারা ঢোকে]

বেয়ারা ॥ সাব—

গীতিন ॥ মালপত্র সব গাড়িতে তুলে দাও।

[বসিরের প্রস্থান]

রাণাদা ॥ কি ব্যাপার? কি লিখছেন—প্রেমপত্র?

গীতিন ॥ না-না—এমনি। জয়তী; হয়েছে?

জয়তী ॥ মালপত্র?

গীতিন ॥ গাড়িতে তুলে দিয়েছি, চল।

[জয়তী চিঠি লিখে টেবিলের ওপর রেখে দেয়]

গীতিন ॥ চল। (রাণাকে) চলি রাণাদা, আপনার কথা মনে থাকবে।

রাণা ॥ হ্যাঁ আসুন।

[Light off quickly. Light on—পিকভোট ও মিঃ গুপ্তা প্রবেশ করে]

পিকভোট ॥ না—না সে রকম কিছু নয়। স্ট্রেন পড়েছে—আফটার সাম রেস্ট সী উইল বী ও কে…জয়তী…জয়তী, কেমন আছ এখন—

[মাঝের দরজা দিয়ে জয়তীর ঘরে ঢুকে]

জয়ন্তী…একি কোথায় গেলে জয়ন্তী…

[নিজের ঘরে আসে]

She is not there…বেয়ারা—বেয়ারা…

[বসির প্রবেশ করে]

বসির ॥ জী সাব !

পিকভোট ॥ মেমসাব কিধার হ্যায় ?

বসির ॥ ম্যায়তো নেহী জানতা সাব ।

পিকভোট ॥ আমি চলে যাবার পর কেউ এসেছিল ? সেই মামাতো দাদা ও যো আগাড়ি আয়াথা ?

বসির ॥ নেহী সাব, হামতো দেখা নেহী—

পিকভোট ॥ কাঁহে নেহী দেখা—বুদ্ধু কাঁহাকা—তুমকো হাম স্যুট করেঙ্গা—

জয়ন্তী…জয়ন্তী…

মিঃ গুপ্তা ॥ What happens sir, Any thing wrong ?

পিকভোট ॥ Shut up—Police, Police—I want to inform police immediately. (টেবিলের কাছে গিয়ে দেখে সেখানে একটা চিঠি) একি ! এটা কিসের চিঠি ? (চিঠিটা মিঃ গুপ্তাকে দিয়ে দেন) Read out.

মিঃ গুপ্তা ॥ শ্রদ্ধাস্পদেষু। আপনার পিতৃপ্রতীম স্নেহের কথা কখনো ভুলব না। আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি চলে যাচ্ছি। অকারণ খোঁজাখুঁজি করবেন না সনির্বন্ধ অনুরোধ। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

প্রণামান্তে—জয়ন্তী

পিকভোট ॥ ইমপসিবল, ইউ কাণ্ট চিট মী—বেয়ারা, বেয়ারা।

বসির ॥ জী সরকার।

পিকভোট ॥ এক্ষুণি আমি লোফার হ্যাট চিত্তরঞ্জন তরফদারকে চাই —এই ঠিকানা নিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এসো (ঠিকানা লেখা কাগজ দেয়)।

বসির ॥ জী সাব (বসির চলে যায়)

মিঃ গুপ্তা ॥ আমি ব্যাপারটা জানতে পারলে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

পিকভোট ॥ আপনি আমার কাঁচকলা সাহায্য করতে পারেন Nonsence—একটা জলজ্যান্ত মেয়েমানুষ উধাও হয়ে গেল আর সব ঘুমিয়ে থাকলো! You, You are responsible for her left.

মিঃ গুপ্তা ॥ No, Sir, How can I be responsible? I don't know anything about her.

পিকভোট ॥ Shut up—it's a conspiracy. She made me fool. মিঃ গুপ্তা, ইমিডিয়েটলি ইউ কনটাক্ট টু দি লোকাল পুলিশ হেডকোয়ার্টাস' এ্যাণ্ড ক্যালকাটা পুলিশ হেডকোয়ার্টাস'। ওদের বলুন একটি মেয়ে নাম জয়ন্তী ঘোষ। আমার নিকট আত্মীয়—পালিয়েছে। যেমন করেই হোক ওকে আমার চাই। কোথায় যাচ্ছেন?

মিঃ গুপ্তা ॥ কেন, আপনি যে বললেন পুলিশের সঙ্গে কনটাক্ট করতে।

পিকভোট ॥ টেল মি ফিনিস ফার্স্ট! এই নাম্বারে মিঃ বি. কে. আগরওয়ালাকে ট্রাঙ্ককল করে আমার নাম করে বলবেন ওদের

নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চে মিঃ ব্রজেন্দ্র মোহন ঘোষকে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এখন আগরওয়ালা বাড়িতেই আছে। এটা ওর হাউস নাম্বার Now go। (মিঃ গুপ্তা বেরিয়ে যান)

পিকভোট ॥ জয়তী, ইউ স্টিকি গাল', তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছ। ইউ ফুল, আমার কাছে তোমার ভাল লাগছিল না বললেই হতো। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে আটকে রাখতুম না। বাট ইউ হ্যাভ প্লেইড এ ভেরি ব্যাড গেম। কিন্তু আমিও পি কে ভট্টাচারিয়া। এত সহজে তোমাকে ছেড়ে দেবো না। অতীতেরত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেবো না। যত লোক লাগুক যত টাকা লাগুক আই উইল সার্চ ইউ এভরি হোয়ার। আমি নীপাকে হারিয়েছি সেও মিথ্যে বলেছিল। তুমিও মিথ্যে বলছো। কিন্তু তোমাকে হারাতে পারবো না (চিৎকার করে) No I cant. I must get you.

গুপ্তা ॥ Come in ?

পিকভোট ॥ Yes come in. মিঃ আগরওয়ালাকে পেয়েছিলেন ?

মিঃ গুপ্তা ॥ Yes Sir, কিন্তু আগরওয়ালা বললেন নিউমার্কেটে কোনো ব্রাঞ্চ নেই।

পিকভোট ॥ হোয়াট ?

মিঃ গুপ্তা ॥ Yes Sir.

পিকভোট ॥ সব মিথ্যে বলেছে। কিন্তু এখন আমি কি করবো। (সোফায় বসে পড়ে আবার কিছুক্ষণ পরে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে) মিঃ গুপ্তা, সমস্ত হাইওয়ে, রেলওয়ে স্টেশন, এরোড্রাম সর্বত্র গভরনমেণ্ট ইনফরমেশন চ্যানেলে জানিয়ে দিন মিস জয়তী

ঘোষ নামে কোনো মেয়েকে একা অথবা কারুর সঙ্গে হোক, ধরে নিয়ে আসে। ইট ইজ মোস্ট আরজেন্ট। ডু ইউ ফলো?

মিঃ গুপ্তা ॥ শিয়োর স্যার।

পিকভোট ॥ দেন হ্যারি আপ এ্যাখনো বেশি দূর যেতে পারেনি।

(মিঃ গুপ্তা যেতে উদ্যত হয়। প্রবেশ করে বসিরের সঙ্গে চিত্ত। পিকভোট ছুটে গিয়ে ওর কলার চেপে ধরে) নাউ টেল মী মামাতো দাদা Where is জয়তী? সেই পিসতুতো বোন?

চিত্ত ॥ আজ্ঞে···আজ্ঞে স্যার বিশ্বাস করুণ আমি কিছু জানি না—আপঅন গড—

পিকভোট ॥ Hang your God. তুমি নিশ্চয়ই জানো She—তুমিই না তবে মামাতো দাদা সেজে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে

চিত্ত ॥ হ্যাঁ স্যার। কিন্তু আমি সত্যি বলছি ও আমাদের বাড়িতে যায়নি। আপনি আমাকে বিশ্বাস না করেন আমাদের বাড়িতে কাউকে পাঠিয়ে খোঁজ করুন—আমরা কেউ কিছু জানি না।

পিকভোট ॥ Don't try to make me fool. আমি তোমাদের কাউকে বিশ্বাস করি না। জয়তীকে পাওয়া না গেলে তোমাকে আমি পুলিশে দেবো (বসিরকে) তুমকো হাম ডাণ্ডা বেরী পরায়গা। তুমি একটা আস্ত ঘুঘু—তুমকো নকরি খতম করদেগা।

বসির ॥ হুজুর মেরা মা বাপ। মেরা কোই কসুর নেহী। হামকো ছোড় দিজীয়ে সাব। হামারা নোকরি খতম হো যায়েতো মেরা বালবাচ্ছা ভুখা মর যায়েগী।

পিকভোট ॥ গেট-আউট।

বসির ॥ সাব—

পিকভোট ॥ আই সে গেট আউট—(বসির সেলাম করে চলে যায়)

চিত্ত ॥ আমি যাবো স্যার।

পিকভোট ॥ সিট ডাউন তুমি আমার কাছে জয়তীর জামিন হয়ে থাকবে—ওকে পাওয়া না গেলে তোমাকে জেল খাটাবো—তোমার চাকরি খতম করে দেবো।

চিত্ত ॥ স্যার আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন—আমি সেণ্ট পারসেণ্ট ইননোসেণ্ট -

পিকভোট ॥ Shut up—একি মিঃ গুপ্তা ?

মিঃ গুপ্তা ॥ Yes, Sir.

পিকভোট ॥ আপনি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন ?

মিঃ গুপ্তা ॥ আপনি আমাকে ওয়েট করতে বলেছেন স্যার।

পিকভোট ॥ আপনাকে ওয়েট করতে বলেছি ? হুম, কাল সকালেই আপনি কলকাতার সব কটা লিডিং নিউজপেপারে এই ছবিটা বিজ্ঞাপন দেবেন আর আমার জন্য পাটনার একটা টিকিট বুক করবেন। কালকে Morning flight-এ। আগামী পরশু-দিন বিকেলে Patna থেকে ব্যাক করবো। এর মধ্যে জয়তীকে এখানে যেমন করেই হোক খুঁজে আনতেই হবে—Understand ?

মিঃ গুপ্তা ॥ ইয়েস স্যার—আপনি কাল সকালের flight-এ যাবেন।

পিকভোট ॥ Yes.

মিঃ গুপ্তা ॥ O. K. Sir, (মিঃ গুপ্তা চলে যায়)

চিত্ত ॥ আমি কি যাবো স্যার ?

পিকভোট ॥ No.

চিত্ত ॥ আমাকে বিশ্বাস করুন স্যার।

পিকভোট ॥ No.

চিত্ত ॥ আমার খিদে পেয়েছে স্যার।

পিকভোট ॥ No-No-No—You are under arrest. Do you follow?

[পিকভোট সারা ঘর পায়চারী করতে থাকে মাঝে মাঝে চিত্তর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আর বলে "মামাতো দাদা" "হুম" "কনসপিরেসি" "হুম" মামাতো দাদা -

Light-off quickly. Light-on.

পিকভোটের ঘর। পিকভোট বসে বসে ফাইলপত্র দেখছে, চায়ের ট্রে হাতে প্রবেশ করে বসির -]

পিকভোট ॥ তুমি! তুমহারা নোকরি আভি তক হ্যায়।

বসির ॥ আপকা মেহেরবাণী সাব—

পিকভোট ॥ Shut up—জয়ন্তীকে যদি শেষ পর্যন্ত পাওয়া না যায় তুমকো নোকরি খতম কর দেগা—তুমকো হাম ডালকুত্তাসে খাওয়ায়গা—

বসির ॥ সাব, আল্লা কসম, মেরা কোই কসুর নেহী—ম্যায় বেগুনাহ।

পিকভোট ॥ Get out.

বসির ॥ জী সাব—

পিকভোট ॥ যতসব বোকা পাঁঠার দল—এ সব ইডিয়ট—মিঃ

গুপ্তা থেকে শুরু করে পুলিশ ফোর্স কেউ একটা মেয়েকে খুঁজে আনতে পারলো না! মেয়েটা কী হাওয়ায় মিশে গেল!

নেপথ্যে ॥ ভেতরে আসতে পারি।

পিকভোট ॥ Yes Come in (প্রবেশ করে বিজেশ চক্রবর্তী)

বিজেশ ॥ আজ্ঞে আমার নাম বিজেশ চক্রবর্তী…

পিকভোট ॥ আপনার নামে আমার কোনো কৌতূহল নেই What do you want. Hurry up।

বিজেশ ॥ আজ্ঞে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে।

পিকভোট ॥ Carry on…

বিজেশ ॥ মানে আমি জয়তীর বাবা। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে….

পিকভোট ॥ ওয়েট…ওয়েট, কি নাম বললেন?

বিজেশ ॥ আজ্ঞে বিজেশ চক্রবর্তী।

পিকভোট ॥ জয়তী ঘোষ কী করে বিজেশ চক্রবর্তীর মেয়ে হয়?

বিজেশ ॥ মানে আমার মেয়ের স্বামীর পদবী ঘোষ।

পিকভোট ॥ Don't Say So. জয়তী নিজের মুখে বলেছে সে অবিবাহিতা।

বিজেশ ॥ সে কী, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

পিকভোট ॥ আপনাকে বোঝাবার দায়িত্ব আমার নয়!

বিজেশ ॥ আপনি কেন বিশ্বাস করছেন না যে জয়তী আমার মেয়ে

মিঃ গুও. কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, আমার মেয়ে তার স্বামীর

চিত্ত ॥ সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল তবে তার কি হয়েছে?

পিকভোট ॥ Carry on ⋯

বিজেশ ॥ আমার মেয়ে-জামাইরা কোথায় ? আপনি হঠাৎ জয়ন্তীর ছবিই বা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন কেন ?

পিকভোট ॥ এর চেয়ে বড় প্রশ্ন আপনার মেয়ের স্বামীর নাম কী ? কোথায় থাকে, কি করে ?

বিজেশ ॥ সে তো আপনারই Multiple Construction-এ কাজ করে। আমার জামাইয়ের নাম গীতিন ঘোষ।

পিকভোট ॥ কি বললেন, গীতিন ঘোষ! আই মীন জয়ন্তী গীতিনের স্ত্রী! What a surprise. আপনি ঠিক জানেন, জয়ন্তীর স্বামী গীতিন ঘোষ আমারই ফার্মের স্টাফ্ ?

বিজেশ ॥ নিশ্চয়ই। এবং আপনিই তার বস মিঃ পি কে. ভট্টাচারিয়া—

পিকভোট ॥ I see আমি ঠিকই ধরেছিলাম নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র আছে। মিঃ চক্রবর্তী আপনার মেয়ে আমাকে চীট করেছে।

বিজেশ ॥ সে কী ?

পিকভোট ॥ আপনার মেয়ে-জামাই আমাকে এবং আমার কোম্পানীকে চীট করেছে।

বিজেশ ॥ আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ ভট্টাচারিয়া।

[নেপথ্যে May I come in Sir.]

পিকভোট ॥ Who is there ?

[নেপথ্যে Mr. Gupta Sir.]

পিকভোট ॥ Yes come in, (গুপ্তা প্রবেশ করে) কি খবর ?

মিঃ গুপ্তা ॥ পাওয়া গেছে।

পিকভোট ॥ পাওয়া গেছে ? Thank God জয়তীকে পাওয়া গেছে।

মিঃ গুপ্তা ॥ কিন্তু শুনুন কেসটা খুব সিরিয়াস হয়ে গেছে।

পিকভোট ॥ সিরিয়াস ? What yon mean. শরীর ভাল আছে তো ?

মিঃ গুপ্তা ॥ ফিসিক্যালি ভাল আছে। রাঁচী ও হাজারীবাগের রোড থেকে পুলিশ যখন মিস্ ঘোষকে পিক্ আপ করে From a car সঙ্গে একটি ছোকরাকে পাওয়া যায়। নাম বল্ছে গৌতিন ঘোষ !

পিকভোট ॥ Yey, yes I know that.

মিঃ গুপ্তা ॥ কিন্তু শুনুন ওরা বলছে they are husband & wife.

পিকভোট ॥ That is also I know that.

মিঃ গুপ্তা ॥ How funny কিন্তু পুলিশ সেকথা বিশ্বাস ক'রছে না।

পিকভোট ॥ Hung your police authority. পুলিশকে বলুন I am withdrowing all charges against them. এখন ওরা কোথায় রয়েছে ?

মিঃ গুপ্তা ॥ Under police escoat আমি ওদের Reception-এ বসিয়ে রেখেছি।

পিকভোট ॥ Well ওদের আলাদা আলাদা করে পাঠিয়ে দিন আর পুলিশকে জানিয়ে দিন ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

মিঃ গুপ্তা ॥ O. K. Sir, (মিঃ গুপ্তা চলে যায়)

পিকভোট ॥ মিঃ চক্রবর্তী কিছু বুঝতে পারলেন ?

বিজেশ ॥ না স্যার—

পিকভোট ॥ একজন আমাকে ঠকিয়েছে অফিসের কাজে, আর একজন আমার মনে আশা জাগিয়েও নিরাশ করেছে। (প্রবেশ করে জয়ন্তী। বাবাকে দেখে চমকে ওঠে)

জয়ন্তী ॥ বাবা · তুমি···তুমি এখানে !

পিকভোট ॥ জয়ন্তী, তোমার বাবাই শুধু স্নেহ করতে পারেন আমি কিছুই করতে পারি না ? তুমি আমাকে ঠকিয়েছ জয়ন্তী You have cheated me.

বিজেশ ॥ আমার কাছে এসো মা, সব ঘটনা আমাকে শুনতে হবে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

জয়ন্তী ॥ বিশ্বাস করুন আমি সত্যিই বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু ও আমাকে বলেছিল যে মিথ্যে অসুখের কথা বলে ছুটি নিয়েছি আপনি অসন্তুষ্ট হবেন তাই সত্যি বলতে চেয়েও ওর মুখ চেয়ে আপনাকে মিথ্যে বলেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

পিকভোট ॥ আই কান্ট—আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু মিথ্যে বরদাস্ত করতে পারি না Never—এই মিথ্যে আমার পাঁজড়ের হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে। (প্রবেশ করে গীতিন) What do you want ? আমার সামনে দাঁড়াতে তোমার

লজ্জা করছে না? ইয়োর ইলনেস ইজ লাই? ইউ-চিটেড মী এণ্ড দ্যা কোম্পানী। অলরাইট নাউ ইউ আর গোয়িং টু সাইন রেজিগনেশন লেটার আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

গীতিন॥ স্যার…

পিকভোট॥ ইউ কাউয়াড', সত্যি কথা বলার সাহস নেই। নিজের বৌকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছো, চোরের মতো বেড়াচ্ছো। এই মেয়েটার বেড়ানোর সমস্ত আনন্দ স্পয়েল করেছো—না না, Imposible Don't tell, আই অ্যাম রিলিজিং ইয়োর ওয়াইফ—না কোনো আইন নেই তোমার স্ত্রীকে আমি আটকে রাখতে পারি না—

গীতিন॥ স্যার আপনি বিশ্বাস করুন…

পিকভোট॥ গেট আউট উইথ ইয়োর ওয়াইফ—না আমারই যাওয়া উচিৎ। (বিজেশকে) একি আপনি এখনো বসে রয়েছেন কেন?

বিজেশ॥ আজ্ঞে?

পিকভোট॥ এখানে আমাদের থাকবার কোনো অধিকার নেই। We are two old for here. Come along—আমরা কলকাতায় ফিরে যাবো। রাস্তায় যেতে যেতে আপনার সঙ্গে আলাপ করা যাবে। বেয়ারা—বেয়ারা—

(বসির ছুটে আসে)

বসির॥ সাব।

পিকভোট॥ এ কামরা ইনলোগকো লিয়ে রিজার্ভ—খেয়াল

রাখনা তুমকো মাফ কিয়া ফির। ইস দোনো কা কোই তখলিফ হো তো তুমকো হাম গোলি করেগা, সমঝা?

বসির॥ জী সাব।

পিকভোট॥ Let's go. Mr. Chakraborty. (যেতে উদ্যত হয়ে জয়তীকে) বেড়ানো শেষ হলে আমার বাড়িতে এসো। টু গেট ইয়োর পানিসমেন্ট। এ ছোকরাকেও নিয়ে আসবে। ওর চাকরি আমি খতম করে দেবো। (হন হন করে চলে যায়)

গীতিন॥ উঃ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো, বাঘতো বাঘ—একেবারে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

জয়তী॥ মোটেই না, ওর মত সরল মানুষ আর হয় না।

গীতিন॥ এ্যাই কাছে এসো—কতদিন ভালভাবে তোমাকে আদর করিনি (কাছে টেনে নিয়ে) আজ আমি মুক্ত—মুক্ত বিহঙ্গ—

জয়তী॥ উম্ না।

(গীতিন দু হাতে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এমন সময় বেয়ারা প্রবেশ করে)

বেয়ারা॥ কেয়া বাবু বাতায়া না। সবকুছ ঠিক হো যায়গা। আভি মৌজ কিজিয়ে (বেয়ারার প্রস্থান)

জয়তী ও গীতিন ঘনিষ্ঠ হয়। ধীরে ধীরে পর্দা পড়ে।

সমাপ্ত